জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নেতাজি জয়ন্তী

আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী। রাজ্য জুড়ে দেশনেতার প্রতি জানানো হবে শ্রদ্ধা। মুখ্যমন্ত্রীও শ্রদ্ধা জানাবেন ভারত গৌরবকে

শীতলতম দিন

এক লাফে তিন ডিগ্রি নামল পারদ। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.১ ডিগ্রি। মরশুমের শীতলতম দিন। আজ থেকে দক্ষিণে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখে এগিয়ে বাংলা, রিপোর্ট কেন্দ্রের

রাজ্যে নতুন মহিলা ভোটার বৃদ্ধি পুরুষদের তুলনায়

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫২ ● ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ৮ মাঘ ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 252 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 23 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কালীঘাটে পুজো দিয়ে সংহতি যাত্রা শুরু ■ জনজোয়ার জেলা থেকে কলকাতা

■ সর্বধর্ম সমন্বয়ে সংহতি মিছিল। কলকাতার রাজপথে বেনজির ছবি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিছিলের পুরোভাগে ধর্মগুরুরা। সোমবার।

সর্বধর্মে নজির বাংলা

প্রতিবেদন : বাংলা আবারও সর্বধর্মে নজির রাখল। সোমবার বাংলা-সহ গোটা দেশ সাক্ষী থাকল সর্বধর্মের সংহতি যাত্রার। এই সম্প্রীতিই তো বাংলার সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মজ্জাগত। বাংলার মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই হল সর্বধর্মের সহিষ্ণুতা। সর্বধর্মের মিলন। এদিন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই সংহতি যাত্রাকে কেন্দ্র করে জনজোয়ারে ভাসল কলকাতা। একইসঙ্গে বাংলার সব জেলায়-ব্লকেও হল সংহতি যাত্রা। কলকাতায় মিছিলে পা মেলালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাংলা দেখিয়ে দিল সম্প্রীতির নজির কাকে বলে। সংহতি মিছিল-শেষে পার্ক সার্কাসের সভা থেকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, অতীতেও দেশকে বাংলা পথ দেখিয়েছে। আগামী দিনেও দেখাবে। তাঁর সংযোজন, বাংলাকে বাঁচাতে হলে তার ঐতিহ্যকে বাঁচাতে হলে দেশকে বাঁচাতে— বিজেপিকে একটাও আসন নয়। নেত্রী বলেন, রাম নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, বিজেপি ধর্মের নামে রাজনীতি করছে। নির্বাচনের আগে বিজেপি ভোট ভাগের খেলায় নেমেছে। তার সঙ্গে ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু বাংলায় এ জিনিস চলবে না। বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ। একটা লড়াই শুরু হয়েছে। এ লড়াই চলবে। সোমবার সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে সংহতি মঞ্চ থেকে গনগনে মেজাজে বলে দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, ধর্মের নামে বিভাজন করে মানুষে মানুষে লড়াই এ বাংলায় আর হবে না। যত রক্ত দিতে হয় দেব। কিন্তু এই বিভাজন আমি রুখবই। বাংলাকে আমি বাঁচাব। সংহতি মিছিল শেষে পার্ক সার্কাসের সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ডাক দিলেন নেত্রী। (এরপর ১২ পাতায়)

বিজেপিকে তোপ, কড়া বার্তা ইন্ডিয়া জোটকেও

প্রতিবেদন : নাম না করে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস-সিপিএমকে তুলোধোনা করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুই দলকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বিজেপিকে সাহায্য কোরো না। তা হলে দেশবাসী তোমাদের ক্ষমা করবে না। এদিন দুই দলের কার্যকলাপ ও ভূমিকা নিয়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে যথেষ্ট কড়া বার্তাই দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, জোটের বৈঠক হয় সিপিএম নেতাদের কথায়। যে সিপিএমের বিরুদ্ধে ৩৪ বছর ধরে লড়াই করলাম, তাদের কোনও পরামর্শ আমি শুনব না। ইন্ডিয়া জোটের নাম দিলাম আমিই। আর আমাকেই এখন বৈঠকে গিয়ে প্রচুর অসম্মানিত হতে হয়।

এরপরই আসন রফা নিয়ে নাম না করেই কংগ্রেসকে নিশানা করেন মমতা। বলেন, কংগ্রেসকে ৩০০টি আসনে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। বাকি আসনগুলিতে আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের শক্তিতে লড়ুক। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। (এরপর ১২ পাতায়)

■ সর্বধর্মের সভা। পার্ক সার্কাস ময়দানে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মের চশমা খোলো, বিপদে দেশ

প্রতিবেদন : 'ধরম কা চশমা হঠা কে দেখো, পুরা হিন্দুস্তান খতরে মেঁ হ্যায়।' সংহতি যাত্রার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পার্ক সার্কাসের সমাবেশ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, কোই কহতে হ্যায় হিন্দু খতরে মেঁ হ্যায়, কোই কহতে হ্যায় মুসলমান খতরে মেঁ হ্যায়— ম্যায় কহতা হুঁ ধরম কা চশমা হঠা কে দেখো, পুরা হিন্দুস্তান খতরে মেঁ হ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাজরা পার্ক থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত সংহতি মিছিল হয়। (এরপর ১২ পাতায়)

সর্বধর্মের পীঠস্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

প্রকৃতি

মেঘ যেন উল্কাবাতি
ঝলকে ঝলকে আলো,
গুরুম গুরুম গর্জে ডাকে
সবাই জড়সড়।
আকাশে যখন মেঘ ভেসে যায়
মন করে উড়ুউড়ু,
বিদ্যুতের চমক
দেখলে পরে
শব্দ হয় গুরুগুরু।
মেঘ-রৌদ্র-হাওয়া-বাতাস
সবই প্রকৃতির সৃষ্টি,
প্রকৃতি মাতাই প্রকৃত আঁচল
আনে সবুজ দৃষ্টি।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 January, 2024 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। সুভাষ ঘরে ফেরে নাই বলে বাঙালি অশ্রুবর্ষণ করে। সুভাষের লেখা বাঙালি পড়ে কি? পড়লে কিন্তু বাঙালি সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে আরও জোরদারভাবে লড়তে পারত। সুভাষের আযামির মোহ ছিল না। জাতিগর্বী জার্মানদের মতো নন তিনি। আর্যহিন্দুর অহমিকায় অন্য ভারতীয়দের দেশ ছাড়া করার কথা তিনি ভাবেনই না। এ দেশের মুসলমান শাসকদের অবদানের কথা জানান তিনি। লেখেন, ''হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলেও'' মুসলমানদের আসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নতুন সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠে। ''ভারতবর্ষকে তাঁরা স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবনে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। পারস্পরিক সহযোগিতায় এক নতুন শিল্প-সংস্কৃতির উদ্ভব হল, প্রাচীন কালের থেকে পৃথক হলেও তা ছিল স্পষ্টতই ভারতীয়।'' সুভাষের এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার, কালিকারঞ্জন কানুনগোর লেখায় সমর্থিত হয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কথাই বলেননি সুভাষ, মুসলিম শাসকদের প্রশাসনিক পদ্ধতির কথাও লিখেছিলেন তাঁর ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বইটিতে। তাঁরা জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করেননি, হাত দেননি গ্রাম্য সাধারণের পুরনো ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায়। ভারত-ইতিহাসের ধারাকে এভাবে পড়েছিলেন বলেই প্রশাসক সুভাষচন্দ্র সেই ইতিহাসের সমন্বয়ী ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন, ''রাষ্ট্রকে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এবং কোনও রাষ্ট্র-ধর্ম থাকবে না।''

১৮২৩ প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ''আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ। মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক,'' লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার গোড়ায় প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিলড্রেন' প্রকাশ পায় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়-এর পাঁচ বছর আগে। ছয় খণ্ডের এই গ্রন্থের প্রণেতা প্যারীচরণ বারাসতে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে এ দেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাশ্রেণি এবং হস্টেল ব্যবস্থার শুরুতে অগ্রণী, ইডেন হিন্দু হস্টেল যার সাক্ষ্যবহ। বারাসতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি ও কালীকৃষ্ণ মিত্র সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, হয়েছিল প্রাণসংশয়ের পরিস্থিতিও। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে প্যারীচরণ হয়ে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগরের সহযোগী। 'প্রাচ্যের আর্নল্ড', 'শিক্ষার বন্ধু', 'কর্মবীর' অভিধাভূষিত মানুষটির জন্মদ্বিশতবর্ষের সূচনা আজ।

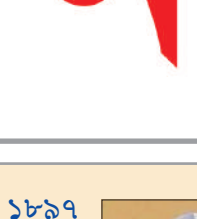

১৮৫৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) এদিন প্রয়াত হন। তাঁকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়। ছোটবেলায় পাঠশালাবিমুখ হওয়ায় পড়াশোনাও খুব বেশি এগোয়নি। কিন্তু তখন থেকেই মুখে মুখে কবিতা বানাতে পারতেন। তাঁর বয়স মাত্র তিন বছর। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়িতে এসেছেন তখন। এসে পড়লেন অসুখে। কলকাতা নিয়ে তখন তাঁর বিরক্তি ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মশা-মাছির উপদ্রব। তাতেই নাকি তিতিবিরক্ত হয়ে বছর তিনেকের ঈশ্বর আবৃত্তি করতে থাকেন, 'রেতে মশা দিনে মাছি/এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি'।

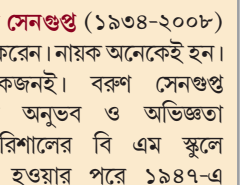

১৯৩৪ বরুণ সেনগুপ্ত (১৯৩৪-২০০৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক অনেকেই হন। উত্তমকুমার একজনই। বরুণ সেনগুপ্ত সম্পর্কে একই অনুভব ও অভিজ্ঞতা অনেকেরই। বরিশালের বি এম স্কুলে লেখাপড়া শুরু হওয়ার পরে ১৯৪৭-এ দেশভাগের আগেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন কিশোর বরুণ। ভর্তি হন উত্তর কলকাতার হাতিবাগান পাড়ায় টাউন স্কুলে। সেখান থেকে সিটি কলেজ। বাণিজ্য শাখায় স্নাতক। প্রথাগত শিক্ষা এমনই আটপৌরে। বাকিটা তিনি গড়েছেন। এক অর্থে সেটা তাঁর অর্জিত গৌরব। সাংবাদিকতায় বরুণ সেনগুপ্ত কোনও নতুন ধারা এনেছিলেন কি না, তা নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনাকে তিনি গৃহস্থের রান্নাঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। রাজনীতির মতো আপাতনীরস বিষয়ও তাঁর লেখার প্রসাদগুণে অন্দরবাসিনীদের দুপুরের পড়ার রসদ হয়ে উঠেছিল। ভাষার জারিজুরি বা তত্ত্বের কচকচানি নয়। কথা বলার মতো সহজ ভঙ্গিতে রাজনীতির ভিতরের খবর ও পর্যবেক্ষণ তাঁর লেখাকে জুগিয়েছিল বাড়তি আকর্ষণ। বরুণ সেনগুপ্তের জনপ্রিয়তার এটি এক বড় কারণ। বিশিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুর সহায়তায় ১৯৫৭ সালে বরুণ সেনগুপ্ত বের করেন একটি সাপ্তাহিকী—'বর্তমান'। ওই নামেই ১৯৮৪ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বরুণ সেনগুপ্তের হাতে তৈরি দৈনিক। তিনি যার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

১৯০৯ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) এদিন মারা যান। তাঁকে বাংলার বায়রন বলা হয়। তাঁর কাব্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পলাশির যুদ্ধ । অপরাপর উল্লেখযোগ্য কাব্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। এই কাব্য তিনটি আসলে একটি বিরাট কাব্যের তিনটি স্বতন্ত্র অংশ

পার্টির কর্মসূচি

কুলতলিতে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে বিরাট মিছিলে পা মেলানেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক-সহ আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯১১

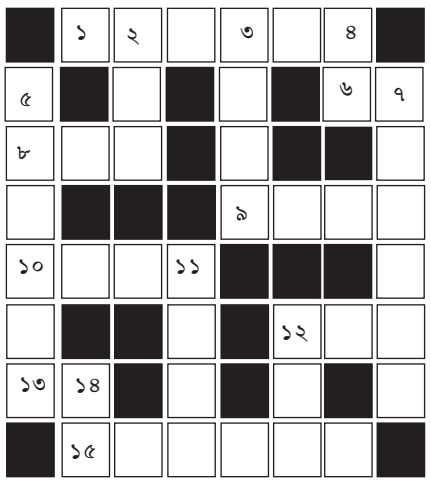

পাশাপাশি : ১. রণচাতুর্য ৬. 'না জানি কানুর প্রেম তিলে—টুটে' ৮. সূর্য, রবি ৯. নৌসৈন্য ১০. একই সঙ্গে চলাফেরা ১২. সঞ্চার, উদয় ১৩. প্রতিশ্রুতি ১৫. (আল.) সুসম্পন্ন কাজ পণ্ড।

উপর-নিচ : ২. শিব ৩. ঔৎসুক্য, আগ্রহ ৪. ইঙ্গ পাহুনিবাস ৫. ত্রুটি ৭. থামানো, দুয়ে-চারে তির ১১. রচনা ১২. উৎসাহ, চেষ্টা ১৪. নেপালিদের এক পদবি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১০ : পাশাপাশি : ২. অনুশীলনী ৫. নতজানু ৬. চঞ্চল ৭. রাজকর ৯. লগবগ ১২. ক্ষমতা ১৩. কুবলয় ১৪. শমিত ভঞ্জ। **উপরনিচ :** ১. আনকোরা ২. অনুচর ৩. শীতলভোগ ৪. নীরোগ ৮. কটাক্ষপাত ৯. লতাকুঞ্জ ১০. গতায়ত ১১. পরেশ।

২২ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭০৫৫০

নেতাজী জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ২৩শে জানুয়ারি কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৩৬	৮২.৯৫
ইউরো	৯২.১৯	৮৯.৯৯
পাউন্ড	১০৬.৯৮	১০৫.৪৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ হার্দিক পাণ্ডে

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

23 January, 2024 ● Tuesday ● Page 3 || Website - www.jagobangla.in

সংহতি যাত্রার নানা মুহূর্ত

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

23 January, 2024 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অঙ্গীকার

জনস্রোত, জনতার ঢল, উদ্বেলিত জনতা। সম্প্রীতির বাংলা, সর্বধর্মের বাংলা, সংহতির বাংলা। আর একবার বাংলার মাটি, বাংলার জল প্রমাণ করল, এ দেশ আসলে রাম-রহিমের দেশ/ গ্রন্থসাহেব-বাইবেল-কোরান-গীতার সমাবেশ। মানুষ এখানে মানবিক ধর্মে পরিচিত। হাতে হাত রেখে সোমবার সেই অঙ্গীকার করলেন মানুষ। কলকাতার রাজপথ হয়ে জেলা থেকে গ্রাম-শহর। নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেতৃত্ব। সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন মিছিলের সামনে থাকবেন ধর্মগুরুরা। ছিলেন তাঁরাই। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরাই নেতৃত্ব দিলেন বাংলার জনতাকে। দেশ জুড়ে যখন হিংসার বীজ, ভেদাভেদ আর মেরুকরণের রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি, তখন বিকল্প পথ দেখাল বাংলা। এভাবেও যে হাতে হাত মিলিয়ে জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বুঝিয়ে দিলেন বাংলার মানুষ। যারা ভেবেছিল উসকানি দেবে, অস্থিরতা তৈরি করবে, সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেবে, তারা যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে, টের পেল হাড়ে হাড়ে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন বাংলার কৃতী সন্তানেরা। তাঁদের উত্তরসূরি আজকের বাংলা। যাদের পূর্বসূরিরা ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা কী করে বুঝবে এই লড়াইয়ের জন্য কত বড় কলিজার দরকার হয়, কতখানি সততার প্রয়োজন হয়! ধর্ম কথাটির সংস্কৃত অর্থই হল— ধরে রাখা। ধৃ ধাতু থেকে উৎপত্তি। সেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। ধরে রাখা নয়, মানুষের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করাই উদ্দেশ্য। তাতে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হয়। ব্রিটিশরা যে পরম্পরা ছেড়ে গিয়েছিল, তার উত্তরসূরি যেন এই বিজেপি। দেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি, সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আগামী প্রজন্মের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন, বাংলার মানুষ তৈরি সেই গুরুদায়িত্ব পালনে। মহামতি গোখেল তো সেই কারণেই বলেছিলেন, আজ বাংলা যা ভাবে, কাল তা দেশ ভাবে।

e-mail থেকে চিঠি

নেতাজি জয়ন্তী বনাম রাম মন্দির

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে এক অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। তিন-তিনটে যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেন বনাম রাশিয়া, ইজরায়েল বনাম প্যালেস্তাইন এবং পাকিস্তান বনাম ইরান। শেষ যুদ্ধটা একেবারে দুয়ারে। এর পরিণাম কী, আমরা কেউ জানি না। শুধু জানি, সবার হাতেই আধুনিক মারণাস্ত্র মজুত। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিও ক্রমে ধরাশায়ী হতে বাধ্য। আইএমএফ সতর্ক করছে, যুদ্ধ ও মন্দার জোড়া ফলায় বেকারত্ব বাড়বে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো নতুন সঙ্কট বয়ে আনছে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। অনুমান করা হচ্ছে, এর ফলে নতুন করে কর্মসংস্থান দূর অস্ত, যাদের হাতে কাজ আছে এমন ৪০ শতাংশ লোক নতুন করে বেকার হবে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আর পাঁচ দিন বাদেই সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি। আরও মন্দির হোক, হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল অগ্রগতি হোক, কিন্তু সংবিধানের প্রতিটি অক্ষর, শব্দবন্ধ এবং দর্শন যেন অটুট ও অক্ষত থাকে। ধর্ম শান্তি আনে, মন্দির ও মসজিদ, গির্জারও একই কাজ। সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করার জন্যই এত আয়োজন। ধর্মের হানাহানিতে যেন মানুষ চাপা না পড়ে। 'জয় শ্রীরাম' অন্যধর্মের মানুষকে নিক্ষেপ করার অস্ত্র না হয়ে, ভালোবাসার প্রতীক হয়ে থাক। হিন্দুর পাশেই কোনও মুসলিম আজান দিক, কোনও পাদ্রি বাইবেল পড়ুক। রাম আর রহিমের সহাবস্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণভোমরা বাস করুক অনাবিল আনন্দে। বাঙালি হিসেবে কেন জানি না বার বার মনে হচ্ছে, নেতাজির জন্মদিনকে কিছুটা ঢেকে দেওয়ার জন্যই রামমন্দিরের উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি করা হল। কারণ, বিবেকানন্দের মতো নেতাজিও মনে করতেন হিন্দুত্ব মানে ভারতীয়ত্ব, সর্বজনীন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। — **অরিন্দম আশ, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুভাষচন্দ্র

হিন্দুর ভারত নয়, মুসলমানেরও নয়। ভারতের ধর্মচেতনাকে মানবতার সঙ্গে অন্বিত করে সনাতন ভারত-ভাবনাকে সঠিক মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম সুভাষচন্দ্র। নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানবতাবিরোধী ঘটনা কোনটা, এই কথাটি আলোচনা করলে অবশ্যই মনে আসে দেশভাগের কথা। এদেশে ধর্ম ও রাজনীতি একত্রিত হয়ে মানুষের কত ক্ষতি করেছে তা সারা বিশ্বের কাছে নজির। কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যে রাজনীতি তা গত একশো বছরে গড়ে উঠলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি বা রেষারেষির ইতিহাস নতুন নয়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে এইজন্যই গান্ধীজি সংযুক্ত করেছিলেন খিলাফতের দাবি। কিন্তু সেই দাবির পাশে যে নেতৃত্ব দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিলেন না। এক অর্থে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন।

এই বিষয়টি সর্বপ্রথম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন সুভাষচন্দ্র বসু। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগের একটি ঘটনার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর The Indian Struggle গ্রন্থে লিখছেন, "In March 1924, Mustapha Kemal Pasha took the extraordinary step of abolishing the Khalifate altogether. Those Moslems who had been drawn towards the Indian National Congress owing to the desire to secure support for the Khilafat campaign, no longer felt any urge to remain friendly towards the Congress" (114-115).

এখানে সুভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট ধর্মীয় চাহিদাভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে বৃহত্তর মানবিক দাবিগুলোর যে একটি আপাতবিরোধ রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সবাইকে নিয়ে চলার নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে যা হয়তো সাদা চোখে দেখা যায় না।

আমরা জানি যে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য ছিলেন। বিবেকানন্দের সামাজিক চিন্তা ও কর্ম অত্যন্ত মূল্যবান হলেও তিনি কোনও অর্থেই রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। একইসঙ্গে বিবেকানন্দ ছিলেন সেই ধর্মগুরু ও চিন্তাবিদ যিনি অন্য ধর্ম বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে ইসলাম ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি পারিবারিক সূত্রে ব্রাহ্ম হলেও হিন্দু ধর্মের আচার পালন করতেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আজও দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে নিত্যপূজা পায়। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নামও ছিল 'নারায়ণ'। এ-হেন দেশবন্ধু আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যা তাঁর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের রাজনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

এই ২০২৪-এ দাঁড়িয়ে আমরা যখন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে প্রবল আতিশয্য এবং মহন্ত ও রাজনীতিবিদদের একত্রিত হতে দেখছি তখন একথা উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৪ সালে এক ব্যাভিচারী মহন্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশবন্ধু। সুভাষচন্দ্র সেই 'তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন' সম্পর্কে লিখেছেন, "Notices were served on the Mohunt calling upon him to mend his ways but as these attempts were of no avail, in April 1924, the Deshabandhu launched a movement for taking peaceful possession of the temple and the attached property, with a view to placing them under the administration of a public committee."

মহন্তের মন্দিরের তহবিল তছরুপ এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণের অন্ধকার দিকের বিরোধিতা করে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে দেশবন্ধুর এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেদিনের বঙ্গসমাজে এক ভিন্ন ধারার 'মন্দির আন্দোলন'-এর জন্ম দিয়েছিল যার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল গণতান্ত্রিক চেতনা। এই সত্যাগ্রহ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভাঙতে মহন্ত ব্রিটিশ পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং প্রথম যে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন তিনি হলেন দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন।

একথা উল্লেখ করতে হল কারণ আজ যখন একটি মন্দিরের জন্য দেশের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি দোষারোপের ঝালাপালা চলছে তখন বুঝতে হবে 'নিজধর্ম' রক্ষার জন্য নিজের সম্প্রদায়ের দোষগুলির বিরুদ্ধেও আমাদের উচ্চকণ্ঠ হওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

দেশবন্ধু নিয়ে এসেছিলেন ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট। অনেকেই মনে করেন যে সেই নীতি কার্যকর হলে হয়তো বাংলা অবিভক্তই থাকত। হিন্দু মুসলিম সহাবস্থানের জন্য দেশবন্ধুর এই ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা আমরা আজ অনুভব করতে পারি। দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। সুভাষচন্দ্রের আক্ষেপ— The death of Deshabandhu on June 16th, 1925, was for India a national calamity of the first magnitude.

বাংলা হারাল তার প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতাকে। কিন্তু তিনি যে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য সুভাষচন্দ্রকে! সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজি হননি, জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, সর্বদাই স্মরণ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক গুরুকে। কংগ্রেসের মধ্যে যখনই ধর্মীয় ভেদভাব লক্ষ্য করেছেন আন্তরিক ভাবে তার বিরোধিতা করেছেন। যখন তিনি নেতাজি, আইএনএ-র সর্বাধিনায়ক, তখন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ভাবনাকে। সমমর্যাদা দিয়ে গেছেন তাঁর সহযোদ্ধাদের। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন মহম্মদ জামান কিয়ানী, শাহনাওয়াজ খান, জি এস ধীঁলো, লক্ষ্মী সেহগল, আবিদ হাসান প্রমুখ। এক আধুনিক, উন্নত, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। আবিদ হাসান ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ছায়াসঙ্গী। তাঁর এবং আজাদ হিন্দ রেডিওর মুমতাজ হুসেইনের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র নির্মাণ করলেন আজাদ হিন্দের কওমি তরানা। 'জয় হিন্দ' স্লোগানের জন্ম দিলেন আবিদ হাসান। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস!

আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির জন্য যে কলকাতা শহরের হিন্দু-মুসলিম একদিন রাজপথ আলোড়িত করেছিল, যে রশিদ আলি দিবস আজও আমাদের শোণিতপ্রবাহকে চঞ্চল করে তোলে তা মতলববাজদের জন্য ব্যর্থ হল। ওই সময়েই কলকাতা দেখল উদ্বাস্তু স্রোত। বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। সুভাষচন্দ্র নেই, মহাত্মা বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। দেশ স্বাধীন হচ্ছে। দেশভাগও হচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীতের আদলে গড়া কওমি তরানা গেয়ে ওঠা গেল না। 'সব মিলকে' 'জয় হিন্দ' বলা গেল না।

তবু স্বপ্নেরা মরে না। এসে বলে যায়, এগোতে হবে, 'সব ভেদ আউর ফর্ক মিটাকে।'

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের নেতৃত্বে বর্ণময় সংহতি মিছিল নৈহাটিতে

■ জনস্রোতে নানান মতে মনোরথের ঠিকানা... ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

■ শেষ কথা বলবেন জনতাই... ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

উন্নয়নের সঙ্গে ধর্ম মিশবে না

পথ দেখাচ্ছে বাংলা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটা কাজে মমত্ব বোধ দেখা যায়। কখনও উন্নয়নের সঙ্গে তিনি ধর্মকে মিশিয়ে ফেলেন না। বাংলাই সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথিকৃত। গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে বাংলাই। সোমবার হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ে সংহতি যাত্রা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলে যোগ দেন বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুরা। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, পারসি, ইহুদি ধর্মগুরুরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাঁটেন। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে মিছিল করে পার্ক সার্কাসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। মসজিদ এবং গির্জায় যান। সেখান থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান গিয়ে সভা করেন তিনি। পথে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেও পুজো দেন।

এদিন বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরু বলেন, প্রতিটা কাজেও মমত্ববোধ দেখতে পাই মুখ্যমন্ত্রীর। ২০২৪ সালের নির্বাচন ঠিক করে দেবে মানুষ কী চায়। মুখ্যমন্ত্রীকে বিবিধভাবে দেখতে পাবো। বাংলাকে উন্নত করতে সারা দেশে পরিচিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানাই।

খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু জানান, বাংলার বুকে শান্তির একতার দূত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংহতি যাত্রা স্মরণ করাচ্ছে আমাদের মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলে তা ভুলে একসঙ্গে চলতে হবে। প্রত্যেক ধর্মকে একসঙ্গে নিয়ে চলার জন্য যা করার আমরা করব আমরা বিশ্বকে শেখাব কীভাবে একসঙ্গে চলতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর অন্যের ধর্মের প্রতি যে সম্মান তা দেখলে মাথা নত হয়ে যায়।

নাখোদা মসজিদের ইমাম বলেন, যেখানে ভারতে ঘৃণার অন্ধকার বাড়ছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ভালবাসার আলো দিয়ে সেই অন্ধকার দূর করছেন। আমাদের দেশ আইনে এবং নিয়মে চলবে। কারোর মন কি বাতে চলবে না। আমরাই নেত্রীকে না চিনলে হিন্দুস্তান সমস্যায় পড়বে। পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে দিশা দেখাবে।

রামের পাশে সীতা কই! প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শুধু রামের নাম কেন! সীতা কোথায়! তোমরা সীতার নাম করো না কেন? সীতা ছাড়া কী রাম হয়? তোমরা কী তবে নারীবিরোধী? প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, আমি রামের বিরুদ্ধ নই। রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমরা সীতার নাম করো না কেন! তোমরা কি নারীবিরোধী? রামমন্দিরে যে মূর্তি স্থাপন হয়েছে, সেখানে রাম-হনুমানের মূর্তি থাকলেও সীতার মূর্তি নেই। সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সীতা না থাকলে রাম হয় না। আর কৌশল্যা দেবী না থাকলে, মা না থাকলে রামের জন্ম হয় না। মায়েরাই জন্ম দেয়। ১৪ বছর বনবাসে সীতাই রামের সঙ্গে ছিলেন। আবার তাঁকে নিজেকে প্রমাণ করতে অগ্নিপরীক্ষাও দিতে হয়েছিল। আমরা জানি। আমরা তাই নারীশক্তি দুর্গার পুজো করি। রামও সেই দুর্গার পুজো করেছিলেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে। বাংলার সংস্কৃতিতে নারীর স্থান বুঝিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্য নারী ক্ষমতায়নের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী, মহিলাদের নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড - সবই করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এখন তাঁর প্রকল্পের নকল করছে অন্য রাজ্য। কেন্দ্রের সমীক্ষাই বলছে, দেশের মধ্যে নারী সুরক্ষায় সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা। আর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা গুজরাত থেকে প্রতিনিয়ত আসে নারী নির্যাতনের খবর। এবার রামমন্দিরকেই হাতিয়ার করে বিজেপির চোখে মহিলাদের স্থান নিয়ে গর্জে উঠলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

আজ বকেয়া নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বৈঠক

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে পড়ে রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়ে বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। তবে প্রশ্ন উঠেছে, এটা নেহাতই লোক দেখানো বৈঠক নয় তো? আসলে কেন্দ্রের অভিসন্ধি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। আজ মঙ্গলবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তীর দিনে বাংলার বকেয়া নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক। বিভিন্ন দফতরের সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন কেন্দ্রের আধিকারিকরা। রাজ্যের বকেয়া নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই প্রশাসনের আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠকের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীই। এবার সেই বৈঠকই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যদিও নবান্নের আধিকারিকদের দাবি, যতই বৈঠক হোক না কেন, বাংলার যা বকেয়া আছে তা রাজনৈতিক কারণেই ২৪-এর ভোটের আগে কেন্দ্র ছাড়বে না। মোদি ও বিজেপি যদি ২৪-এর ভোটে জেতে তাহলে টাকা আটকানোর ঘটনা আরও বাড়বে। কার্যত বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাই যেনতেনপ্রকারেণ বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে অচল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে চলেছে মোদি সরকার। কার্যত একুশের ভোটের পর থেকেই বাংলার মাটিতে ধারাবাহিকভাবে হেরে চলেছে বিজেপি। কোনও মন্ত্র, কোনও টোটকাতেও কাজ দিচ্ছে না। বাংলার বুকে বিজেপি এখন কার্যত প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। অস্তিত্বসংকটে ভুগে তারা এখন বাংলাকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে। তাই মঙ্গলবার যা বৈঠক হোক না কেন, বকেয়া যে খুব সহজে মিলবে, এমনটা মোটেও মনে করছেন না নবান্নের আধিকারিকদেরই একটা বড় অংশ। এই বৈঠক কার্যত লোকদেখানো বৈঠক ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতিযোগিতার বাইরে বেরিয়ে শৈশবে খোলা হাওয়ার ছোঁয়া

সংবাদদাতা, হুগলি : হোমের বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এক মুঠো খোলা হাওয়ার ছোঁয়া পেল ওরা। চারটি জেলার বিভিন্ন হোম থেকে আসা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে নিজেদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেল। একদম পিকনিক মুডে কাটাল একটা গোটা দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের অধীনে কল্যাণ আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল জনশিক্ষা প্রসার দফতরে। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে হয় এই অনুষ্ঠান। আড়াইশোর বেশি ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। নাটক, সমবেত নৃত্য এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে জমে ওঠে ছুটির দিন। জেলার জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সুদীপ্তা মজুমদার জানান, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে ১৬টি হোমের ২৫০-র বেশি

ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিদর্শক মিলিয়ে চারশোজনকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়। অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হেলথ চেক-আপেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া দূর থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এবং চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন, জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ্য সুবীর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিতেন্দু পাল-সহ অন্যরা।

আজ বীরভূম নিয়ে বৈঠকে নেত্রী

প্রতিবেদন : আজ বীরভূম জেলার সাংগঠনিক বৈঠক করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল ৩টেয় কালীঘাটের বাড়িতে এই বৈঠক। লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে জেলাওয়াড়ি বৈঠক শুরু করেছেন দলনেত্রী। এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকগুলিতে লোকসভা নির্বাচনে দল কোন পথে চলবে তার দিকনির্দেশ করছেন দলনেত্রী। বৈঠকে থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

কাঁথি পুরসভায় গৃহীত অনাস্থা

প্রতিবেদন : কাঁথি পুরসভার পুরপ্রধান সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হল। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন পুরপিতাই অনাস্থার পক্ষে সায় দিয়েছেন। এদিকে সুবল মান্না আদালতের দ্বারস্থ হলেও আদালত তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি।

■ সোমবার খড়দহের বন্দিপুরে সংহতি মিছিলে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ সর্বধর্ম সমন্বয় ও সংহতি মিছিলে সোমবার কাঁথিতে সংবিধান হাতে নিয়ে মহামিছিলে তৃণমূলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ। ছিলেন সুপ্রকাশ গিরি প্রমুখ।

রাজ্য
23 January, 2024 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়গঞ্জে সংহতি যাত্রায় বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী

বাংলা জুড়ে সংহতি মিছিলের বিশেষ কিছু মুহূর্ত

■ শিলিগুড়িতে গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার ও পাপিয়া ঘোষ।

■ মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে মধ্য হাওড়া কেন্দ্রে 'সংহতি যাত্রা'।

■ খড়দহে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল।

■ সংহতি যাত্রায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ উলুবেড়িয়ার রাজপথে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিছিল মন্ত্রী পুলক রায়ের নেতৃত্বে।

■ সিঙ্গুরে তৃণমূলের মিছিলে মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

■ হাবড়ায় সংহতি যাত্রায় সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, নারায়ণ গোস্বামী প্রমুখ।

■ বারুইপুরে মিছিলে উপস্থিত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ কোচবিহারে মিছিলে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ শিবপুরে মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে পা মেলালেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা।

■ বনগাঁয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

■ দক্ষিণ হাওড়ায় বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, সৈকত চৌধুরী প্রমুখ।

■ মিছিলে সব ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক।

■ বালুরঘাটে সংহতি যাত্রায় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

■ হেমতাবাদে সংহতি যাত্রায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এক বৃদ্ধাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। সোমবার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপার মির্জানগর গ্রামের ঘটনা। জখম সালেহা বিবিকে (৬০) আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

প্রকাশিত হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

রাজ্যে বাড়ল মহিলা ভোটার

প্রতিবেদন : রাজ্যে বাড়ল মহিলা ভোটারের সংখ্যা। সোমবার প্রকাশ পেল ২০২৪ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। নতুন তালিকায় রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াল ৭,৫৮,৩৭,৭৭৮ জন। যার মধ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা ১১,৩৩,৯৩৬ জন। ১৮ থেকে ১৯ বছরের ভোটারের সংখ্যা হলো ১৫,৩১,৯২৩ জন। নতুন ভোটারের মধ্যে ৫,৬৩,৫২১ জন পুরুষ, ৫,৭০,৩৪১ জন মহিলা ও ৭৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। পাশাপাশি এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩,৮৫,৩০,৯৮১ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩,৭৩,০৪,৯৬০ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ১৮৩৭ জন। এবারের ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে মোট ৫,৪৭,৭৫৭ জন ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ২০২৪ সালে ৪,৫১,৭০৬ জন ভোটার বাড়লো এই রাজ্যে। তবে সব থেকে লক্ষণীয় বিষয়, রাজ্যে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতি বছর ভোটার তালিকা প্রকাশ পায় ৫ জানুয়ারি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটার তালিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ায় তালিকা প্রকাশ আরও পিছিয়ে দেওয়া হয়। তাই এবার ভোটার তালিকা প্রকাশ পেল ২২ জানুয়ারি। নির্বাচন কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে চলতি বছরের এই ভোটার তালিকা একশো শতাংশই নির্ভুল।

৩ ডিগ্রি নামল পারদ, মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতার

প্রতিবেদন : শুরুতে বঞ্চনা করলেও পরে সুদে আসলে সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে শীত। মাঘ মাস থেকেই দাপট দেখাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সোমবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক ধাক্কায় তাপমাত্রা নামল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ২৫ জানুয়ারি থেকে বৃষ্টির প্রভাব কমতে পারে। সিকিমে চলবে বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত।

হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট জারি আছে কলকাতা-সহ সব জেলাতে। সকালে কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের তাপমাত্রা একই রকম থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরের প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট থাকবে। বেশি কুয়াশা হবে মালদহ এবং দিনাজপুরে।

কিছুদিনের স্যাঁতস্যাঁতে শীতের পর ক্ষণিকের জন্যও হলেও রোদ উঠছিল, কিন্তু ফের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। অনেক সকাল পর্যন্ত কুয়াশায় ঢেকে থাকছে বেশিরভাগ জেলা। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। সেইসঙ্গে ফের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। বুধবার দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে একটি বিপরীতমুখী ঘূর্ণাবর্ত। মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে এই বিপরীতমুখী ঘূর্ণাবর্ত।

পুলিশে রদবদল

প্রতিবেদন : বড়সড় রদবদল করা হল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে। ইন্সপেক্টর থেকে ওসি সব পদেই রদবদল করল লালবাজার। সোমবারই এই রদবদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত বছরের শেষের দিকে পুলিশের একাধিক পদে রদবদল হয়েছিল। লালবাজারের তরফে একে রুটিন বদলিই বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের একসঙ্গে ৫৬ জন ইন্সপেক্টর পদে রদবদল করা হয়েছে। এছাড়া ৪৫টি থানার ওসি পদেও রদবদল করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশেও শতাধিক পদে বদলি হয়েছে। জেলার ২৯৭ জন সাব ইন্সপেক্টরকে বিভিন্ন জেলার পুলিশ কমিশনারেটে বদলি করা হয়েছে।

কম মেট্রো

প্রতিবেদন : আজ মঙ্গলবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী। সরকারি ছুটির দিন। তাই আজ কলকাতা মেট্রোর দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটে অন্যান্য দিনের তুলনায় কম ট্রেন চালানো হবে। সারা দিনে ২৩৪টি মেট্রো চলাচল করবে ওই রুটে। স্বাভাবিক দিনে এই রুটে আপ ও ডাউন মিলিয়ে ২৮৮টি মেট্রো চালানো হয়। ছুটির দিন থাকার কারণে ৪৪টি ট্রেন কম চালানো হবে। মেট্রো পরিষেবা কম চলার কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন অনেক যাত্রীই। যদিও প্রথম ও শেষ মেট্রোর ক্ষেত্রে সময়ের কোনও রদবদল হচ্ছে না।

খরচ ২৬ কোটি নিউ মার্কেট সংস্কার করবে কলকাতা পুরসভা

প্রতিবেদন : ১৫০ বছরে পা দিল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এস.এস হগ মার্কেট। চলতি বছরই শহরবাসীর প্রিয় নিউ মার্কেটের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বাজারটিকে ঢেলে সাজাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে মিলেছে ২৬ কোটি টাকার অনুমোদন। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যেই শুরু হবে সংস্কার। ২ বছর ধরে ঘষেমেজে নয়া রূপ দেওয়া হবে ব্রিটিশ আমলের এই হেরিটেজ বাজারটিকে। শতাব্দীপ্রাচীন নিউ মার্কেটে কোথায় কোথায় সংস্কার প্রয়োজন, সেই নিয়ে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই গাইডলাইন মেনেই নিউমার্কেটের সংস্কার করবে পুরসভা। গত সপ্তাহেই পুরসভায় মেয়র পারিষদের বৈঠকে এর জন্য রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে ২৬ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ৯ বছর ধরে বন্ধ থাকার পর ঘুরবে হগ মার্কেটের সুপ্রাচীন বিশাল ঘড়ির কাঁটাও। এই নিয়ে বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি জানান, একটি বেসরকারি সংস্থা চিঠি দিয়ে ওই ঘড়িটিকে সারানোর প্রস্তাব দিয়েছে। ঐতিহ্য ও গরিমা বজায় রেখেই ঘড়িটিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে চালু করা হবে। ২০১৭-১৮ সালে ঘড়িটিকে সারানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু বহু পুরনো ওই ঘড়ির কোনও যন্ত্রাংশ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। তাই ওই সময় ঘড়িটিকে সারানো যায়নি। প্রসঙ্গত, ১৮৭৪ সালে নিউমার্কেট তৈরির সময়ই লন্ডনের 'বিগবেন'-এর আদলে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আনিয়ে ঘড়িটিকে ৫০ ফুট উঁচু একটি গম্বুজে বসানো হয়। দীর্ঘ ১৪০ বছর ধরে শহরকে সঠিক সময় জানিয়ে ২০১৫ সালে হঠাৎই অচল হয়ে যায় ঘড়িটির কাঁটা।

মা, ছেলে ও মেয়ের দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হুগলি : একই পরিবারের ৩ সদস্যের রহস্যমৃত্যু। ঘর থেকে উদ্ধার মা, মেয়ে ও ছেলের দেহ। সোমবার হুগলির তারকেশ্বরের ঘটনা। ৩১ বছরের মেয়ে সুজাতা এবং ২৭ বছরের ছেলে শুভমকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন বছর ৫৮-র বিজলি মাইতি। সোমবার সকাল থেকেই এই পরিবারের কারোর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া না গেলে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। তখনই তাঁদের বাড়িতে গেলে প্রতিবেশীরা পোড়া গন্ধ পান। পুলিশকে খবর দিয়েই দরজা ভাঙেন তাঁরা। দেখেন মেঝেতে পড়ে রয়েছে মা ও মেয়ের দগ্ধ দেহ। অপরদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে ছেলের দেহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের অনুমান, মা ও দিদিকে আগুনে পুড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ছেলে। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

মধ্যমগ্রামে শুরু হল এমএলএ কাপ

এমএলএ কাপের উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : অপেক্ষার অবসান করে শুরু হয়ে গেল এমএলএ কাপ ২০২৪। মধ্যমগ্রামের বসুনগর ময়দানে চলবে এই খেলা। ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে ফাইনাল ম্যাচ হবে। আপাতত ৭টি দল খেলবে। সেমিফাইনাল থেকে ইষ্টবেঙ্গল খেলা শুরু করবে। এদিন এমএলএ কাপের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিশিষ্ট ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, নববারাকপুরের পুরপ্রধান প্রবীর সাহা-সহ অন্যরা।

উত্তরপাড়ায় মাইকেলের জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী

সংবাদদাতা, হুগলি : শুধুমাত্র নাগরিক পরিষেবা দেওয়াই নয়, শহরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশিষ্ট মানুষদের জীবনকাহিনি তুলে ধরাও কাউন্সিলরদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এমনই বলছেন, উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব। আগামী ২৫ জানুয়ারি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথ প্রদর্শক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন। তার আগে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সোমবার। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনের শেষ সময়টা কেটেছে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে, এটা একটা গর্বের বিষয়। তাই কবির ২০০তম জন্মদিন বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপাড়া পুরসভা। এই প্রদর্শনীতে মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই প্রচুর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছিলেন নেতাজি ভবনে। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি যেমন পড়া হয়েছে তেমনই তাঁর জীবনের কাহিনিতে মোড়া পোস্টারগুলোও তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেছেন। প্রদর্শনীতে আসা এক শিক্ষিকা বন্দনা সরকার জানান, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় পুরসভা যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবে।

মাদক-সহ ধৃত ৪

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ৫০০ গ্রাম হেরোইন-সহ চার পাচারকারীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ। এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান, বারুইপুর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন টিম পুরন্দরপুর বাইপাস এলাকা থেকে দুটি সন্দেহভাজন স্কুটার দেখতে পেয়ে আটকায়। স্কুটারে থাকা ৪ ব্যক্তিকে জেরা করে সদুত্তর না মেলায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতেই মেলে ৫০০ গ্রাম হেরোইন। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫-৬ লক্ষ টাকা।

আমার বাংলা
23 January, 2024 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরে সংহতি যাত্রা

মালদহে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

গোয়ালপোখরে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি-সহ সভাধিপতি গোলাম রসুল।

রায়গঞ্জে সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার।

কোচবিহারে পার্থপ্রতিম রায়।

করণদিঘিতে পম্পা পাল, বিধায়ক গৌতম পাল।

মালদহে আবদুর রহিম বক্সি, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

গাড়ি চালকদের থাকার জন্য নয়া ভবন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পাহাড়ের গাড়িচালকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল জিটিএ। শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে চালকদের জন্য তিনতলা ভবন তৈরি করা হচ্ছে। জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। তিনি জানিয়েছেন, এই ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হলে প্রচুর গাড়িচালক এখানে রাত্রিবাস করতে পারবেন। চালকরাও এই ভবন নির্মাণ শুরু হওয়ায় খুশি। দার্জিলিং মোড়ে মঙ্গল মাইতি ভবনের সামনে প্রচুর লরি প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন পাহাড় থেকে প্রচুর গাড়ি শিলিগুড়িতে আসে। কেউ প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসে আবার কেউ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসেন। ফলে চালকদের অনেক রাতে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ে ফিরতে হয়। শুধু মাত্র শিলিগুড়িতে রাত্রি যাপনের ব্যাবস্থা না থাকার কারণেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শীতের মধ্যে পাহাড়ে ফিরতে হয় গাড়ি চালকদের। প্রতিদিন কয়েকশো লরি চালক পণ্য সামগ্রী নিতে শিলিগুড়ি আসে। লরি চালকরা তাদের লরি নিয়ে দার্জিলিং মোড়ে মঙ্গল মাইতি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এখান থেকেই লরি চালকরা দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক, কালিম্পং এলাকায় পণ্য

শিলান্যাস করছেন অনিত থাপা।

নিয়ে গিয়ে থাকে। গাড়ি চালকদের সমস্যার কথা জিটিএ প্রধান অনিত থাপার কানে পৌঁছতেই শিলিগুড়িতে ভবন তৈরির উদ্যোগ নেন অনিত থাপা। রবিবার দার্জিলিং মোড়ে গাড়ি চালকদের জন্য ভবনের শিলান্যাস করেন অনিত থাপা। গাড়ি চালকদের থাকা, খাওয়া ও শৌচাগারের জন্য তিনতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যায় করা হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। ভবনটি চালু হলে একসঙ্গে ৫০ জনের বেশি থাকতে পারবে খুব কম খরচে। ভবনের মধ্যে ক্যান্টিনের ব্যবস্থাও থাকবে। এই বিষয়ে অনিত থাপা বলেন, পাহাড়ের গাড়ি চালকরা প্রতিদিন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিতে শিলিগুড়ি গিয়ে থাকে। অনেকেই অনেক রাতে ফেরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তাই তারা থাকার জন্য ভবনের ব্যবস্থা করতে বলেছিল। তাদের দাবি মেনে ভবন করা হচ্ছে।

১) খরচ ৬৫ লক্ষ টাকা।
২) হবে তিনতলা বাড়ি।
৩) থাকতে পারবেন ৫০ জন।
৪) ক্যান্টিন-সহ থাকছে অন্যান্য সুবিধা।
৫) খুব কম খরচেই থাকা যাবে।

ক্যানসার আক্রান্তদের জন্য ১৪ ইঞ্চির চুল দান করলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স

প্রতিবেদন : ক্যানসার আক্রান্ত জন্য আত্মত্যাগ করলেন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্স। নিজের ১৪ ইঞ্চির চুল কেটে ফেললেন। দান করলেন ক্যানসার আক্রান্তদের। ঘোকসাডাঙা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্সর পৌলমী দাস। তিনি বলেন নার্সিং পড়ুয়া থাকার সময়ে ক্যানসার আক্রান্ত মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তখন তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁদের দুঃখকে। তাই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর ইচ্ছে ছিল ক্যানসার আক্রান্তদের জন্য চুলদান করার। বর্তমানে তাই তিনি কোচবিহারের এক সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চুলদান করলেন। নিজের চুলের ১৪ ইঞ্চি লম্বা চুল তিনি দান করলেন তিনি। একজন নার্সিং কর্মী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে তিনি চান যে আরও অনেকেই যেন এই চুলদানের কাজে অংশ নেয়। তাঁর

নার্সিং কর্মী পৌলমী দাস।

এই চুল ক্যুরিয়র করে পাঠানো হবে মুম্বইয়ের একটি সংগঠনের কাছে। আজ বহু মানুষ দিশেহারা। বহু পরিবার ও বহু জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এই রোগের কবলে পড়ে। তবে এই রোগে আক্রান্ত মানুষেরা কিছু ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি নেওয়ার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে। ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের একাধিকবার কেমোথেরাপি নিতে হয়। আর কেমোথেরাপি নেওয়ার ফলে শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তাতেই বেশিরভাগের মাথার চুল উঠে যায়। সুস্থ মানুষের মাথার চুল দিয়ে সেই অভাব অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব। মানুষের দানের চুলগুলি দিয়ে পরচুল বা উইগ তৈরি করা হয় ক্যানসার আক্রান্তদের জন্য। কোচবিহারের বহু মানুষ এভাবে চুল দান করেছেন। পৌলমীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে।

হাতির হানায় জখম দুই

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : হাতির হানার হাত থেকে নিজেদের সুপারি বাগান বাঁচাতে গিয়ে, হাতির আতর্কিত আক্রমণে মারাত্মক জখম হলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের বানিয়াপাড়াতে। প্রথমে হতি আক্রমণ করে রঞ্জিত মোচারি নামের এক ব্যাক্তিকে, তার বুকের পাঁজর ও পিঠের হাড় ভেঙেছে। তাকে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন সঞ্জয় মোচারি। রঞ্জিত মোচারির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সঞ্জয় মোচারিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। গভীর রাতে বাগানের সুপারি গাছ ভাঙার শব্দ পেয়ে বাইরে আসলে একটি দাঁতাল হাতি অতর্কিতে হামলা চালায় রঞ্জিতের ওপরে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে পরে জখম হন সঞ্জয়। জলদাপাড়া বন বিভাগ থেকে আহত দুই ব্যক্তির চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই রাত নামতেই হানা দেয় বুনো হাতির দল।

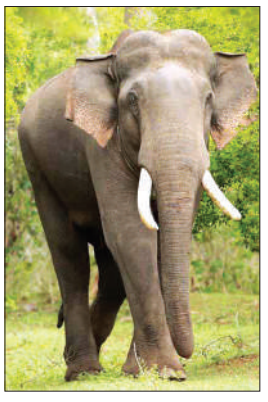

কর্মসৃষ্টি করে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে দুই জেলায় রাজ্যের বিশেষ উদ্যোগ

গবাদি পশু পালনে রোজগারের পথ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গবাদি পশু পালনের মধ্যে দিয়ে রোজগারের পথ দেখাতে উদ্যোগ নিল রাজ্য। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে এবং কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় সোমবার দুপুরে তাদের হাতে বকনা বাছুর প্রদান করা হয়। দফতরের আধিকারিক মানিকলাল সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাপ্পা সরকার ও বিডিও প্রশান্ত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে। এবছর কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মোট ৬ জন উপভোক্তার হাতে বকনা বাছুর প্রদান করা হবে। ডাঃ মানিকলাল সাহা জানান, জেলায় সারা বছর ধরেই মুরগির ছানা, ছাগল-সহ বিভিন্ন পশু

প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রাণী প্রতিপালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এলাকার মানুষ।

হস্তশিল্পের পশরা নিয়ে সবলা মেলা

সংবাদদাতা, মালদহ : মহিলাদের স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালদহে শুরু হল সবলা মেলা। মালদহের মোথাবাড়ি পিডব্লিউডি'র মাঠে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই সবলা মেলা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সবলা মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এই সবলা মেলায় বিভিন্ন ধরনের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতের কারিগরি শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি সংস্কার) দেবাহুতি ইন্দ্র পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ,আবদূর রহমান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দফতরের আধিকারিক পূজা দেবনাথ প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিযায়ী পাখিদের ডাকে মুখরিত হত এলাকা। পাখি দেখতে বহু মানুষ আসতেন। ছবি তুলতেন পাখিদের। এই সবই গত দু'বছর ধরে অতীত। কাঁকসার মলানদিঘির রক্ষিতপুর গ্রামে যে জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিরা আসত সেটির অস্তিত্বই নেই

আমার বাংলা

23 January, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৩ জানুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

তমলুকের কাকটিয়া হোগলা ডুমরা যশোমন্তপুর সমবায়

পূর্ব মেদিনীপুরে আবার জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, তমলুক : পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়ছে। একের পর এক সমবায় নির্বাচনে জয়লাভ তারই প্রমাণ। সোমবার সমবায় নির্বাচনে ফের জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের কাকটিয়া হোগলা ডুমরা যশোমন্তপুর সমবায়ের নির্বাচনে। একটি আসন বাদে সব কটি আসনে জয় পেল তৃণমূল। টসের মাধ্যমে একটি আসনে জিতে হোয়াইটওয়াশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচন একেবারে দোরগোড়ায়। সমস্ত রাজনৈতিক দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রস্তুতিতে। তারই মাঝে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ে উল্লাসে মেতে উঠে কর্মী-সমর্থকেরা। সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তা ছিল। সমিতির মোট আসন ১২। তার মধ্যে ১১টিতেই জয়লাভ করে তৃণমূল প্রার্থীরা। বিজেপি পায় মাত্র একটি। তাও টসে জিতে।

সমবায় জেতার পর তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছাস। তমলুকে সোমবার।

তৃণমূল নেতা জয়দেব বর্মন জানান, লোকসভা নির্বাচনের আগে সমবায়ে এই ধরনের জয় কর্মীদের উৎসাহিত করবে। পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে গেলেও লোকসভা নির্বাচনের আগে আস্তে আস্তে অবস্থা বদলাচ্ছে। আমরা আশাবাদী, লোকসভা নির্বাচনে আমরা ভালো ফল করবই। এর আগেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একাধিক সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করেছে। গত সপ্তাহেই মহিষাদল ব্লকের রমণীমোহন মাইতি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাঠারিবাড় কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে রাম-বাম জোটকে পরাস্ত করে তৃণমূল। কিছুদিন আগে পূর্ব পাঁশকুড়ার পুলশিটা পল্লীশ্রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করে বাম এবং বিজেপি হেরেছে। এভাবেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একের পর এক সমবায় নির্বাচনে জয়লাভ করছে তৃণমূল।

বন দফতরের কাটা গাছ বিজেপি নেতার বাড়িতে

সংবাদদাতা, শালবনি : বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সরকারি কাটা গাছ। তদন্তে নামল পুলিশ ও বন দফতর। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার তিলাবনি এলাকায়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বন দফতরের তরফে ওই এলাকায় জঙ্গলকাটার কাজ চলছিল। তারই মধ্যে ওই এলাকার বিজেপি নেতা তথা বনরক্ষা কমিটির সদস্য কৃষ্ণসাধন ঘোষ বেশ কিছু কাটা গাছ নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ জানায় বনরক্ষা কমিটির সদস্যরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই রবিবার বিকেল নাগাদ অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বাড়িতে শালবনি থানার পুলিসকে নিয়ে হানা দেয় বন আধিকারিকরা। নেতার বাড়ির ছাদ থেকে সেই সমস্ত কাটা গাছ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় বন দফতর। অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম কৃষ্ণসাধন ঘোষ। স্থানীয় তৃণমূল নেতা কৌশিক হাজরা জানিয়েছেন, উনি এই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গেই যুক্ত, এর আগেও এই ধরনের কাজ করেছেন, ধরা পড়েননি, এবার ধরা পড়েছেন। বাড়িতে গাছ মজুত করার কথা স্বীকার করেছেন আড়াবাড়ি রেঞ্জার মলয় ঘোষ। কাটা গাছ ওই বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি

মিলছিল না বিধবাভাতা সমস্যা মেটালেন বিডিও

প্রতিবেদন : সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি শিবিরে মিলল সমাধান। পাঁচ বছর পর অবশেষে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন মগরাহাটের অর্জুনপুর এলাকায় আমিনা বিবি সরদার। সোমবার মগরাহাট পূর্ব পঞ্চায়েত আয়োজিত জনসংযোগ শিবিরে তাঁর বিধবাভাতা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন মগরাহাট ২-এর বিডিও তুহিনশুভ্র মোহান্তি। বছরপাঁচেক আগে আমিনার স্বামী মনিরুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে আমিনা

চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন বিধবাভাতার জন্য। পাচ্ছিলেন না। এদিন তিনি ক্যাম্পে আসেন খোঁজ নিতে। সেই সময় সেখানে ছিলেন বিডিও। সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের উদ্যোগ নেন। তুহিনশুভ্র বলেন, ওঁর নাম বিধবাভাতা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি। আশা করছি, খুব শিগগিরই তিনি প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করবেন। মগরাহাট-২ ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতের প্রায় ২৬৫টি বুথের সবকটিতে শিবির হবে বলে জানান বিডিও।

সাতসকালে যুবকের গলা-কাটা দেহ পথে

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : সাতসকালে এক যুবকের গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদে হরিহরপাড়া থানার হুমাইপুর অঞ্চলের দৌলতপুর মাঠসংলগ্ন এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বল্টু মণ্ডল। বাড়ি নওদা থানার ঝাউবোনা এলাকায়। অনুমান, কয়েকজন বন্ধু মদ্যপান করার পর ওকে ধারালো অস্ত্র ও মদের বোতল দিয়ে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ

বহড়ান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। কী কারনে খুন জানতে তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহে পুরস্কৃত প্রাণিপালকেরা

কেশপুর

সংবাদদাতা, কেশপুর : কেশপুর ব্লকের শহিদ ক্ষুদিরাম অডিটোরিয়াম হলে জেলাস্তরের প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা, প্রতিভারানি মাইতি, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ। ছিলেন মহম্মদ রফিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদযাপনের তাৎপর্য সহ দফতরের বিভিন্ন পরিষেবা ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত করা হয় ভাল প্রাণিপালক এবং দফতরের বিভিন্ন কর্মীকে। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে ৫০০জন উপভোক্তাকে মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়।

চোর ধরার নামে ওঝা ডেকে মহিলাকে নিগ্রহ

বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের কীর্তি

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বিজেপি শুধু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়, সেই সঙ্গে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, কালাজাদুর দিন ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তারই প্রমাণ মিলল নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিরুলিয়া গ্রামে। সেখানে নলধড়কা চালিয়ে চোর ধরার অনুমতি দিয়েছিলেন বিজেপি পরিচালিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান মৈত্রী গুড়িয়া ও সদস্য শিবু কামিলা। পঞ্চায়েতের লেটার প্যাডে লিখিত সেই অনুমতিপত্র প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও সুপ্রতিম আচার্য বলেন, পঞ্চায়েতের পিডিও-কে (পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার) এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। মূলত এই ঘটনায় পঞ্চায়েতের কী ভূমিকা রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ দেবেন,

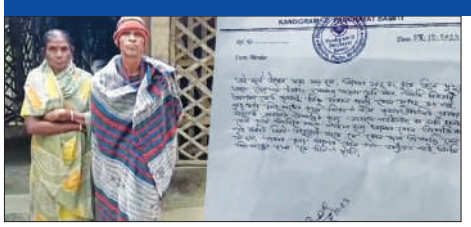

সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। সেই সঙ্গে পীড়িত পরিবারকে সব ধরনের সহযোগিতারও নির্দেশ পঞ্চায়েত প্রশাসনকে দিয়েছেন বিডিও। উল্লেখ্য, একটি চুরির ঘটনায় গ্রাম্য আলোচনাসভায় চোর ধরতে ওঝা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য পঞ্চায়েতের অনুমতি চাওয়া হয়। লিখিত অনুমতিও দেয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তাতে ওঝা এসে তুকতাকের মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করে এক মহিলাকে। অভিযোগ, প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছে তাঁকে। প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর স্বামী ও পুত্রবধূ। ভাঙচুর করা হয়েছে বাড়িঘর। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কিছুদিন সপরিবার গাঢাকা দেয় গোটা পরিবার। পরে বাড়ি ফিরে এলেও অভিযুক্তদের হুমকিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে পুলিশে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এজন্য পঞ্চায়েতপ্রধান ও সদস্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকেই দায়ী করছেন ওঁরা। পুরো ঘটনায় এবার প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

আমার বাংলা
23 January, 2024 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি দেখলেন নবান্নের প্রতিনিধি ও জেলাশাসক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : হাতে মাত্র আর একটা রাত। তারপরেই বর্ধমানের গোদার মাঠে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকাল পর্যন্ত মূলমঞ্চের কাজ সিংহভাগ সম্পূর্ণ হলেও দু-পাশের মঞ্চের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিলেন নবান্ন থেকে আসা বিশেষ প্রশাসনিক আধিকারিক। সভাস্থলের কাজ খতিয়ে দেখতে এদিন সকালেই সেখানে পৌঁছে যান জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। দুপুর ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী সভায় আসবেন। তার আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দলীয় কর্মীদের সভাস্থলে সুষ্ঠুভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশাসনিক সভার জন্য মঞ্চের কাছেই তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। উল্লেখ্য, গতবছর মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা এই মাঠেই হয়েছিল। এবারও সেই একইভাবে মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। সভাস্থলে পৌঁছনোর জন্য বেশ কয়েকটি অস্থায়ী রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসবেন তাই বিভিন্ন জায়গায় কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতবার পানীয় জলের অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। এবারে পিএইচই দফতরকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য বর্ধমানের স্টেশন থেকে নবাবহাট মোড় পর্যন্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জিটি রোড এবং তার দুপাশে দলীয় পতাকা-সহ মুখ্যমন্ত্রীর কাট আউট এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের ফ্লেক্স টাঙানো হবে।

সভাস্থল পরিদর্শন করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বর্ধমানের গোদার মাঠে।

সংহতি দিবসে মিছিল

■ পূর্বস্থলীতে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে তৃণমূলের সংহতি যাত্রা।

■ উত্তরপাড়া মিছিলে বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক।

■ মিছিলে মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার।

■ মিছিলে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ও স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

■ মগরাহাট ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রায় রয়েছেন বিধায়ক নমিতা সাহা, রুনা ইয়াসমিন, সেলিম লস্কর প্রমুখ।

■ কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার উদ্যোগে সংহতি যাত্রা।

মুর্শিদাবাদে বাস বন্‌ধের ডাক, বিপাকে যাত্রীরা

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : সপ্তাহের প্রথম দিনে অনির্দিষ্টকালের জন্য গোটা মুর্শিদাবাদে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হল মুর্শিদাবাদ জেলা বাসওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। ফলে সোমবার সকাল থেকে নাকাল হতে হচ্ছে বাসযাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের। জেলা বাসওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, বিগত দিনে একাধিকবার নিজেদের সমস্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ইতিমধ্যে একাধিকবার আন্দোলনেও সামিল হয়েছেন তাঁরা। তার পরেও সমস্যার কোনও সমাধান না মেলায় শেষ অবধি আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। তাঁদের দাবি— দিনে দিন জেলার প্রত্যেক রুটে অবৈধ গাড়ির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্মী ও বাসমালিকদের। জেলার সদর শহর বহরমপুরে জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড চালু হওয়ায় গাড়িপিছু দ্বিগুণ টাকা দিতে হচ্ছে শিবপুর টোলগেটে। পাশাপাশি গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার কালা আইন আনছে। তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। মূলত এই সমস্ত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আজ, সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা বাসওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

নদীর চরে মিলল শিশু

সংবাদদাতা, জয়পুর : ভোরের আলো ফোটার আগে এক সদ্যোজাত শিশুকে উদ্ধার করলেন এক দম্পতি। তাঁদের আবদার নাম থাকুক ‘রাম’ এবং তাকে দত্তক দেওয়া হোক। সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ জয়পুর গ্রামের সমীর রায় ও তাঁর স্ত্রী ভারতী কংসাবতী নদীর সংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে গ্রামের কয়েকজনও ছিলেন। রায়দম্পতি হঠাৎ লক্ষ্য করেন নদীর চড়ে কাপড়ঢাকা দেওয়া কিছু নড়ছে। অস্ফুট কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ওঁরা কাপড় সরিয়ে দেখেন সদ্যোজাত শিশুপুত্র। ওঁরা শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে যান। গরম দুধ খাওয়ান। এরপর সিভিক ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে মানিকপাড়া ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। আপাতত মানিকপাড়া নিবেদিতা কর্মমন্দির দত্তক হোমে শিশুটি রয়েছে। জেলা চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটিকে জানানো হয়।

■ দুর্গাপুরে বর্ণময় সংহতি মিছিল নজর কাড়ল।

■ সুতিতে মিছিলে পা মেলালেন নানা ধরনের মানুষ।

■ গান্ধীর ছবি বুকে নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা মেদিনীপুরে।

দলমার দামালরা বিষ্ণুপুরের আলুখেতের সর্বনাশ করছে

সংবাদদাতা, দলমা : দলমার দামাল হাতির দল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বিভাগের খিরাই বনি মোবারকপুর বেলিয়া এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করল আলুর জমির। চাষিদের মাথায় হাত। কুয়াশার কারণে হাতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। তাই ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। প্রায় ৫০ বিঘার উপর জমির আলু নষ্ট করল ১৫টি হাতির একটি দল। আলুর ক্ষতিপূরণ কৃষকেরা যাতে ঠিকঠাক পান, তার জন্য বন বিভাগের কাছে কৃষকেরা দরবার করছেন। বিগত পাঁচ মাস ধরে উত্তর বনবিভাগে প্রায় ৭০টি হাতির দল ঘোরাফেরা করছিল। এখন এই হাতির দলটি পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছে। আর সেই যাওয়ার পথে খেতের ক্ষতি করছে। প্রথম দফায় দশটি হাতি মেদিনীপুর পৌঁছে গিয়েছে। দ্বিতীয় দফার ১৫টি হাতি এখন মেদিনীপুরমুখী। একদিকে নিম্নচাপে আলুর ক্ষতি হয়েছে, অপরদিকে হাতির তাণ্ডবে ও ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে চলেছে। আলুতোলার মুখে এই ক্ষতিপূরণ সঠিকভাবে চাষীদের হাতে না পৌঁছলে তাঁরা ভরাডুবি হবে। বন বিভাগ জানিয়েছে, সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত যাতে তাড়াতাড়ি হয়, তাঁরা সেই ব্যবস্থায় নিচ্ছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হল বলিউড তারকা সইফ আলি খানকে। মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয় সইফের। আদিপুরুষ-এর রাবণ হাতের নিচের পেশির সমস্যায় ভুগছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। সেখানেই শ্যুটিংয়ের সময় ফের আঘাত লাগে

দিল্লি দরবার

23 January, 2024 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

কেন্দ্রের বঞ্চনা, তবু খরচে এগিয়ে বাংলা

উন্নয়নে এই রাজ্যের খরচ বরাদ্দের ৬০ শতাংশের বেশি

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখিয়ে বাংলার উন্নয়নের টাকা আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে বারবার সরব হচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে রাজ্যের গরিব মানুষ। কাজ করার পরেও টাকা আটকে রাখা হচ্ছে। অথচ উন্নয়নের টাকা খরচের নিরিখে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টই প্রমাণ করছে গোটা দেশে এক্ষেত্রে প্রথম সারিতে বাংলা।

কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুসারে, উন্নয়নের টাকা খরচের তালিকায় তিন নম্বরে বাংলা। আর যে সব রাজ্যে তথাকথিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের শাসন চলছে, যেসব রাজ্যে উন্নয়নের ভূরি ভূরি আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপি, সেই সব রাজ্যের উন্নয়নে খরচের গড় জাতীয় গড়ের থেকেও নিচে। এরপরেও স্রেফ রাজনীতি করতে গিয়ে বাংলার প্রাপ্য বকেয়া আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের বঞ্চনার তালিকায় এক নম্বরে বাংলার স্থান।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দের সবথেকে বেশি অর্থ খরচ করে প্রথম স্থানে তেলেঙ্গানা, দ্বিতীয় অরুনাচল প্রদেশ এবং তৃতীয় স্থানে বাংলা। কেন্দ্রের রিপোর্টেই স্পষ্ট, চলতি আর্থিক বর্ষে কেন্দ্রের বরাদ্দের ৬০ শতাংশের বেশি খরচ করেছে বাংলা। আর সেই তালিকায় বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশ ১৪তম স্থানে, গুজরাট ১৭ তম স্থানে।

নিয়ম অনুসারে, যে কোনও আর্থিক বর্ষে বরাদ্দের অন্তত ৬০ শতাংশ খরচ করতে হবে কোনও রাজ্যকে। খরচ করতে না পারলে পরবর্তী অর্থবর্ষে সেই বরাদ্দ কমিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ছিল ৪,৮০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩,৫০০ কোটির বেশি উন্নয়নমূলক খাতে খরচ করতে পেরেছে বাংলা। অন্যদিকে গুজরাত বা মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে সেই খরচের পরিমাণ ৬০ শতাংশের অনেক কম। এই তালিকায় আরও নিচের দিকে মহারাষ্ট্র, বিহারের জায়গা হয়েছে।

অনেক পিছিয়ে গুজরাত, অসম

বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপি নেতারা বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচার চালিয়েছিলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নের বন্যা বয়ে যাবে। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে যেসব রাজ্যে বিজেপি তথাকথিত ডবল ইঞ্জিন সরকার চালাচ্ছে সেখানে উন্নয়নের নিরিখে অনেক পিছিয়ে সেইসব রাজ্য।

রামের অনুগামী নন মোদি, ফের খোঁচা স্বামীর

প্রতিবেদন : রামমন্দিরকে হাতিয়ার করে ভোট বৈতরণী পারের চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন্দির উদ্বোধনের দিনেই মোদিকে ঝাঁঝালো আক্রমণ শানালেন বিজেপিরই নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। বললেন, মোদি তো রামের অনুগামীই নন! উনি কোনওদিনই ভগবান রামকে অনুসরণ করেননি। রামরাজ্যও গড়ে তোলেননি। গত এক দশকে নিজের স্ত্রীর প্রতি কী ব্যবহার করেছেন, দেখেছেন সকলে। মোদি প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে গাজোয়ারি দেখাচ্ছেন। বিজেপি নেতার এহেন আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। এর আগেও সুব্রহ্মণ্যম স্বামী একাধিকবার সরব হয়েছেন মোদির বিরুদ্ধে। এদিন স্বামী শুধু মোদিকে নিশানা বানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি এদিন অর্ধনির্মিত মন্দিরে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। এতদিন দেশের শঙ্করাচার্যরা যে প্রশ্ন তুলে এসেছেন এদিন তাই শোনা গিয়েছে স্বামীর মুখে।

উদ্বোধনে হাজির কংগ্রেসের মন্ত্রী

প্রতিবেদন : দলের শীর্ষ নেতারা রামমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান কার্যত বয়কট করলেও, উলটো পথে হাঁটলেন গোবলয়ের কংগ্রেস নেতারা। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেল হিমাচল প্রদেশের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংকে।

রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী, অধীর চৌধুরী এবং মনমোহন সিংকে। তবে এই অনুষ্ঠান কার্যত বয়কট করে কংগ্রেসের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, 'ধর্ম প্রত্যকের ব্যক্তিগত বিষয়। দেশের বহু মানুষ রামের উপাসনা করেন। কিন্তু বিজেপি আর আরএসএস দীর্ঘদিন ধরেই রামমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা হিসাবে তুলে ধরেছে।' এবং কংগ্রেস নেতারা যে এই অনুষ্ঠানে যাবেন না সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়েছে হাত শিবিরের অন্দরেই। কংগ্রেস নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম সাফ জানিয়েছিলেন, রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই হতাশাজনক। রাম ভারতের আত্মা। রামবিহীন ভারতের কথা চিন্তাও করা অসম্ভব। সেই একই সুর শোনা গেল হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীর গলাতেও।

সীতাবিহীন রামের মূর্তিতে দাক্ষিণাত্যের বালাজির ছায়া

দক্ষিণে ব্যর্থতায় বিজেপির কৌশল?

অমিতকুমার দাস

মূর্তি ঘিরে উঠছে প্রশ্ন। ৫০০ বছরের প্রতীক্ষার পর অযোধ্যার প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির নিয়ে রাজনৈতিক উন্মাদনা গেরুয়া শিবিরে। তারপরেও একরাশ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সীতা ছাড়া রামের মূর্তি! বিজেপি, আরএসএসের পুরুষতন্ত্রের মতাদর্শকে কায়েম রাখতেই কি মুছে ফেলা হল মা সীতার অস্তিত্ব? শুধু তাই নয়, আর্য রামের মূর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠার যে ছবি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে দক্ষিণের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজির এক আশ্চর্য মিল! প্রশ্ন উঠছে, পরিকল্পিতভাবে ২৪-কে মাথায় রেখেই কি গেরুয়াবিহীন দক্ষিণের ভোট টানার কৌশল?

মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান রাম আর বিজেপির 'পেটেন্ট' নেওয়া ধর্মীয় রাজনীতির রামের ফারাক বরাবরই ছিল। সোমবার রামমন্দিরের উদ্বোধনের পর দেখা গেল 'রঘুপতি রাঘব সীতারাম' মন্দিরে ঠাঁই পাননি। সেখানে সীতাকে সরিয়ে বিরাজমান শুধুই বিজেপি-আরএসএসের প্রচারের রামলালা। সেখানে রামের পাশে সীতার কোনও অস্তিত্ব নেই। মন্দির প্রতিষ্ঠার নামে গেরুয়া শিবিরের এভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা ভাল চোখে দেখছেন না সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও। বিতর্কের এখানেই শেষ নয়, অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রামের রঙ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ উত্তর ভারতের আর্য রামের গাত্রবর্ণের সঙ্গে এই রামের কোনও মিল নেই। এখানে রামের রঙ ঘোর কালো। শুধু তাই নয়, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজির মূর্তির সঙ্গে আশ্চর্য মিল অযোধ্যার রামের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কি বালাজি মডেলের রামমূর্তির মাধ্যমে দক্ষিণের মানুষের ভাবাবেগকে উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে?

রাজনৈতিক মহলের দাবি, পরিকল্পিতভাবে দাক্ষিণাত্যের মানুষের ভাবাবেগকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে রাম মন্দিরকে হাতিয়ার করে। আসলে দক্ষিণের রাজ্যে শূন্য হয়ে গিয়েছে বিজেপি। কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল সব রাজ্যেই অবিজেপি সরকার। দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটকে গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বালাজি মডেলকে তুলে ধরা হয়েছে আর্য রামের 'কৃষ্ণ' মূর্তিতে। শুধু তাই নয়, রামে বিগ্রহ নির্মাণের জন্য কৃষ্ণশিলাও গিয়েছিল কর্নাটকের মাইসুরু জেলার এক গ্রাম থেকে। সব মিলিয়ে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় প্রতি পদে পদে ধরা পড়েছে ২৪-এর ভোটের রণনীতি ও বিজেপি-আরএসএসের মতাদর্শ।

নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে মে মাসে

প্রতিবেদন : অযোধ্যায় চলতি বছরের মে মাসে নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে। মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে।

ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের (আইআইসিএফ) উন্নয়ন কমিটির প্রধান হাজি আরাফাত শাইখ মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পটি তদারক করছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, পবিত্র রমজান শেষ হওয়ার পর আগামী মে মাসে মসজিদ নির্মাণকাজ শুরু হবে। নির্মাণকাজ শেষ হতে তিন থেকে চার বছর লাগবে।

মুঘল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি ১৫২৮ সালে অযোধ্যায় মসজিদ তৈরি করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাবরি মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি, রামজন্মভূমিতে 'রামের মন্দির ভেঙে' ওইসময় মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবকদের হামলায় বাবরি মসজিদে হামলা চালান করসেবক ও গেরুয়া শিবিরের নেতারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত জুড়ে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেইসময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় দু'হাজার মানুষ নিহত হন, যাঁদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। ২০১৯ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমির মালিকানার রায় রামমন্দিরের পক্ষে দেয়। সেই রায়ে বলা হয়, হিন্দু সম্প্রদায় ওই জায়গায় মন্দির নির্মাণ করতে পারবে এবং ওই শহরেরই অন্যত্র একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে জায়গা দিতে হবে। রায় ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। সোমবার মহা সাড়ম্বরে রামমন্দির উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পর্ব অনুষ্ঠিত হল। অযোধ্যায় রামমন্দিরের জায়গা থেকে নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা জায়গার দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। তবে এখনও মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করা যায়নি। মসজিদ নির্মাণে এ পর্যন্ত তহবিলও সংগ্রহ করা হয়নি। আইআইসিএফের প্রেসিডেন্ট জুফার আহমদ ফারুকি বলেন, আমরা কারও কাছে সাহায্য চাইনি। তহবিল তৈরির জন্য কোনও গণ-উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। আইআইসিএফের সচিব আতহার হুসেন বলেন, মিনার-সহ আরও কিছু ঐতিহ্যগত অংশ যুক্ত করতে প্রস্তাবিত মসজিদের নকশা নতুন করে আঁকতে হয়েছে। এই কারণে কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রীশূন্য রাজধানী, কেজরির নির্দেশে রামনামের ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনই কার্যত মন্ত্রীশূন্য জাতীয় রাজধানী দিল্লি। সোমবার সারা দেশ যখন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে মেতেছে তখন কার্যত 'মন্ত্রীশূন্য' দিল্লিতে একা শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে রাজধানী দিল্লিতে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উৎসবে মাঠে নেমেছে আম আদমি পার্টি। সোমবার সকাল থেকেই প্রাণ প্রতিষ্ঠার উৎসবকে ঘিরে দিল্লি জুড়ে আপের নেতা মন্ত্রীরা পুজোপাঠ, শোভাযাত্রা, যজ্ঞ, ভান্ডারার মাধ্যমে রাজধানী জুড়ে পালন করেছেন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উৎসব। রাজধানী দিল্লিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পূর্ব কৈলাস ইসকন মন্দির, কালকাজি মন্দির-সহ অনেক জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আর এর মধ্যে বেশিরভাগ কর্মসূচিতেই মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজে অংশগ্রহণ করেছেন।

গত তিন দশক ধরে অযোধ্যাকেই হিন্দুত্বের রাজনীতির আঁতুড় ঘর হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল। বিরোধীদের অভিযোগ, রামমন্দিরের আবেগকে ব্যবহার করে দেশের বাকি অন্যান্য সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি । আর তারই অংশ হিসেবে লোকসভার আগেই ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগাতে মাঠে নেমেছে পদ্ম শিবির। গেরুয়া শিবিরের পুঁজি কাড়তে থাবা বসিয়েছেন কেজরি।

দেশ বিদেশ

23 January, 2024 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ লেবাননের উপরে যদি আক্রমণ চালাতে থাকে ইজরায়েল, তা হলে এবার সত্যিকারের চপেটাঘাত হবে তাদের গালে। ইজরায়েলকে এই ভাষাতেই হুমকি দিলেন ইরানের সমর্থনপ্রাপ্ত লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা নায়েম কাসেম

নামেই বামঘাঁটি, জেএনইউতে বিনা বাধায় রামের অনুষ্ঠান

বাম ছাত্রনেতাদের ভূমিকা ঘিরে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : কার্যত বিনাবাধাতেই বাম ছাত্র রাজনীতির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হল রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। সোমবার দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে পালন করা হয় রামের নামে আচার-অনুষ্ঠান। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়ে দেখানো হল প্রাণপ্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্প্রচার। সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চলেছে পুজোপাঠ, যজ্ঞ, শোভাযাত্রা এবং প্রসাদ বিতরণ। বিনা বাধায় অনুষ্ঠান চললেও প্রশ্নের মুখে মান বাঁচাতে শেষবেলায় সক্রিয় হয় বামেরা। সোমবার সারাদিন রামের অনুষ্ঠান পালনের পর বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সংবিধানের সারমর্ম পাঠ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, ভারত একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে জনগণের জন্য ন্যায়বিচার, সমতা এবং স্বাধীনতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান আটকাতে বাম ছাত্রনেতারা সময়সমত সক্রিয় হননি বলে জানিয়েছেন সাধারণ পড়ুয়ারাই।

দিনভর গেরুয়া শিবিরের তৎপরতার সামনে জেএনইউতে বামেরা কিছুটা পিছু হটল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শেষবেলায় তারা প্রতিবাদ করে বটে, তবে আরএসএসের ছাত্র সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর।

সংঘের নির্দেশে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপি সদস্যরা। এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের তরফে সৌরভ শর্মা বলেন, সকাল থেকেই পুজোপাঠের মাধ্যমে আমরা আজকের দিনটিকে পালন করেছি। রাতেও রামের নামে দীপ জ্বালানোর উৎসব হবে।

দেশের সব জ্বলন্ত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে 'রাম ভরসে' মোদি!

প্রতিবেদন : হিংসায় দগ্ধ মণিপুর। অসংখ্য প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি। দেশে বাড়ছে, বেকারত্বের পরিস্থিতি ভয়াবহ। আর দেশের এইসব জ্বলন্ত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে রামের নামে ভোট বৈতরনী পারের চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অযোধ্যায় রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মোদির বার্তা: 'রামই সমাধান'।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে এদিনের সভামঞ্চ থেকে ফের রামরাজ্যের ফানুস ওড়ালেন মোদি। নিজের ভাষণের পরতে পরতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, রামের পুজোতেই দেশের বিকাশ। পাশাপাশি বিরোধীদের কটাক্ষ করে তাঁর খোঁচা, হয়ত ভক্তিতেই ঘাটতি ছিল, তাই মন্দির প্রতিষ্ঠায় এতটা সময় লেগে গেল।

মানুষের সার্বিক উন্নয়নের নীতি পালনের যে দায় সরকারের, তা ছুড়ে ফেলে দেশকে 'রাম ভরোসে' ছেড়ে দিলেন মোদি। ধর্মের নামে রাজনীতি করার চেষ্টা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সোমবার তাঁর ভাষণে। সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, রামমন্দির উদ্বোধন দেশে নতুন যুগের সূচনা। আমাদের রামলালা আর তঁবুতে থাকবে না। এবার থেকে সে থাকবে দিব্য মন্দিরে।

এদিন বক্তব্য রাখার সময় আশপাশে দৈব আত্মাদের উপস্থিতিও টের পান প্রধানমন্ত্রী। আবেগ বিহ্বল হয়ে মোদি বলেন, অনুভব

বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, জাতিদাঙ্গাই বিজেপির রামরাজ্যের নমুনা

করছি মঙ্গলময় স্থানে পবিত্র দিনে দৈব আত্মাদের উপস্থিতি। অনুভব করছি কালচক্রে বদলাচ্ছে। 'এহি সময় হ্যায়, সহি সময় হ্যায়।' বাল্মীকির শ্লোকও পাঠ করতে দেখা যায় মোদিকে। যার অর্থ 'আগামী হাজার বছরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল রামরাজ্য।' তবে দীর্ঘ ভাষণে 'রামময়' মোদির মুখে দেশের অগ্রগতি নিয়ে শোনা যায়নি একটিও শব্দ। বরং দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে পাশ কাটিয়ে মোদি বার্তা দিলেন, 'রামই সমাধান।' ধর্মের নামে এহেন রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দেশ কি তবে 'রাম ভরসে?'

ইরাকে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হানা

প্রতিবেদন : প্রত্যাঘাত? ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হল ইরাকের আইন আল-আসাদের মার্কিন বিমানঘাঁটি। সোমবার ভোরে সেখানে একাধিক রকেট এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে বলে পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের সংবাদমাধ্যমগুলি জানায়। যদিও পেন্টাগনের সেন্ট্রাল কমান্ড এখনও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানায়নি।

এর পাশাপাশি সোমবার বিকেল পর্যন্ত কোনও রাষ্ট্র বা সশস্ত্র গোষ্ঠী আল-আসাদ বিমানঘাঁটিতে হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে কূটনৈতিক মহলের অনুমান, এই হামলার নেপথ্যে ইরান ফৌজ এবং তাদের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। শনিবার গভীর রাতে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের অদূরে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইরানের কয়েক জন সেনা কমান্ডার নিহত হন।

৫০০ মেয়েকে ভাল লাগে

তৃতীয় বিয়ের মাঝেই ভাইরাল শোয়েবের মন্তব্য

প্রতিবেদন : বিতর্ক থামছে না শোয়বে মালিককে নিয়ে। সদ্য তৃতীয় বিয়ে করেছেন শোয়েব মালিক। ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করে তৃতীয় বিয়ে করেন শোয়েব। আর এরপরই বিতর্ক ঝড় বয়ে যাচ্ছে শোয়েব মালিককে নিয়ে। আর এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে শোয়েবের পুরনো একটি সাক্ষাৎকার। সেখানে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে ৫০০ মেয়েকে তাঁর ভাল লাগে। প্রাক্তন সতীর্থ শোয়েব আখতারের সঙ্গে শোয়েবের একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিও শোয়েব ও সানিয়ার বিয়ের আগের। সেখানে শোয়েব আখতার প্রশ্ন করেন যে শোয়েব মালিককে, কোনও মেয়েকে পছন্দ করেন কি? এর জবাবে শোয়েব বলেন, ''একটা মজার কথা বলব। সব মেয়েকেই আমার ভাল লাগে। ওরা আমার মনে নিজেদের জায়গা করে নেয়। এরপই আখতার আবার প্রশ্ন করেন, শোয়েবের ভাল লেগেছে এমন পাঁচ জনের নাম বলতে পারবেন তিনি? জবাবে শোয়েব মালিক বলেন, ''পাঁচ জন নয়, ৫০০ জন আছে। কার কার নাম বলব?''

সম্প্রতি , সানিয়াকে ছেড়ে পাক অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করেন শোয়েব। শোয়েবের এই বিয়ে করা নিয়ে খুশি নয় তাঁর পরিবারও। শোয়েবের বোন জানিয়েছেন, শোয়েবের পরকীয়াতে অতিষ্ঠ হয়েই নাকি তাঁকে ছেড়েছেন সানিয়া। জানা গিয়েছে, সানিয়া মির্জার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁর পরিবারের তরফে। শোয়েব নিজেই নাকি সেটা চাননি।

ধর্মের চশমা খোলো, বিপদে দেশ

(প্রথম পাতার পর)

সেখানে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ধর্মের নামে রাজনীতি করে না বাংলা, কর্মের পথে চলে। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য শিখিয়েছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আর বিজেপি বাংলায় গোহারা হেরে বঞ্চনার পথ অবলম্বন করেছে। বাংলা থেকে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েও প্রাপ্য আটকে রেখেছে। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, আমার কোনও ধর্ম নেই। আমার একটাই ধর্ম— মানব ধর্ম। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের কাজ। যাকে ইচ্ছে ভোট দিন, কিন্তু ধর্মের নামে ভোট দেবেন না। কর্মের নামে ভোট দিন। যত বড়ই নেতা হন, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে মানুষ। যাঁরা সম্মান অর্জন করতে পারেন না, তাঁরাই ধর্মের নামে ভোট চান। দুর্গাপুজোর সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা আনন্দ করি, যেমন আনন্দ করি ইদের সময়। বাংলা বিভাজন করতে শেখায়নি। আমাকে আমার দল সবাইকে নিয়ে চলতে শিখিয়েছে।

সর্বধর্মে নজির বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ হাজরা মোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। তার আগে নকুলেশ্বর মন্দির, জগন্নাথ মন্দির ও কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পুজো দেন নেত্রী। সংহতি মিছিলে পা মেলান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এছাড়াও ছিলেন দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী ও কর্মী-সমর্থকেরা। সেইসঙ্গে ছিলেন অগণিত মানুষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা ছিলেন পিছনে। পার্ক সার্কাস থেকে হাঁটা শুরু করে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মিছিল থামে। সেখান থেকে একটি স্কুটারে চেপে গড়চা রোডের গুরুদ্বারে যান নেত্রী। এরপর মিছিল রওনা হয় পার্ক সার্কাসের দিকে। সেখানে পৌঁছেই একটি মসজিদ ও গির্জায় যান তিনি। এই সংহতি মিছিলে ছিল না কোনও স্লোগান।

রামের মূর্তির শিলাখণ্ড গিয়েছিল, মাইসুরুর সেই গ্রামেই ঢুকতে পারলেন না বিজেপি সাংসদ

প্রতিবেদন : রামলালার মূর্তি তৈরিতে কৃষ্ণশিলা গিয়েছিল মাইসুরু জেলার এক গ্রাম থেকে। তবে রামের উদ্বোধনের দিন সেই গ্রামে ঢুকতেই বাধা ও বিক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা। গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়ে এলাকা ছাড়েন তিনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভোটে জিতে গত ১০ বছরে কখনও ওই গ্রামমুখো হননি ওই সাংসদ। তার জেরেই এদিন সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। জানা গিয়েছে, অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুজ্জেগৌদানাপুরা গ্রামে একটি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কর্নাটকের ভাস্কর অরুণ যোগীরাজের তৈরি রামলালার মূর্তি খোদাই করার জন্য জমিতে থাকা পাথরের খণ্ড ব্যবহার করেন, এই আনন্দে দলিত কৃষক রামদাস এইচ-রাম মন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেছেন। সোমবারই ছিল তার ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠান। প্রতাপ সিমহা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁকে গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়তে হয়। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সুরেশ বলেন, "আপনি ১০ বছরে কখনও গ্রামে আসেননি। আমাদের কথা শুনতে চাননি। এখন রাজনীতি করতে এখানে এসেছেন। আপনি কখনই আমাদের কথা শুনতে চাননি এবং আমরা চাই না আপনি এখানে আসুন।"

কড়া বার্তা ইন্ডিয়া জোটকেও

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর কথায়, আমরা বলেছিলাম আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের রাজ্যে লড়ুক। তোমরা গোটা দেশে তিনশো আসনে একা লড়ো। আমরা সাহায্য করব। ওরা সেই প্রস্তাব মানেনি— বলে আমরা যা বলব মানতে হবে। এ জিনিস চলতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলায় ভোটে জিততে না পেরে বিজেপি বাংলার প্রাপ্য আটকে রেখেছে। বিজেপি এত ধর্মের জিগির তোলে কিন্তু বাংলায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট, তারাপীঠ থেকে কঙ্কালীতলা— কোনও ধর্মস্থানের উন্নয়নে কিছুই করেনি তারা। যা হয়েছে তা মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলেই।

ফ্লেমিং-এর গুচ্ছ নীহারিকা

আমরা মানুষ জাতি, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, তাই আমাদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে বৈজ্ঞানিক কসরতের শেষ নেই; উঠে-পড়ে লেগেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দল এবং সেই কর্মযজ্ঞে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ফ্লেমিং-এর ত্রিভুজাকৃতি গুচ্ছ নীহারিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে। লিখলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

'আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

সত্যিই তো রবি ঠাকুরের মতো উন্নত মস্তিষ্কসম্পন্ন গোটা মানবজাতির কাছেও বড়ই রোমাঞ্চকর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার সৃষ্টির গল্পগাথা। এই পৃথিবী সৃষ্টি হল কীভাবে! আর কীভাবেই বা এই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হল! এই নিয়ে গোটা মানবজাতির বড়ই ব্যস্ততা। বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রম সৃষ্টির ইতিহাস জানতে এবং নতুন সৃষ্টির খোঁজে সাধারণ মানুষের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর চেষ্টায় সতত মগ্ন।

প্রচলিত ধারণা

আজও মনে করা হয়, সৌরজগৎ সৃষ্টির মোটামুটি ১০০ মিলিয়ন বছর পর একগুচ্ছ মহাজাগতিক সংঘর্ষের ফল হল পৃথিবী। আজ থেকে প্রায় ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামের গ্রহটি আকৃতি পায়, পায় লৌহের একটি কেন্দ্র, সমুদ্র এবং একটি বায়ুমণ্ডল। ওই মহাকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্যাসীয় মেঘ যা বিজ্ঞানের পরিভাষায় সৌর-নীহারিকা বলে চিহ্নিত, সেগুলো মহাকর্ষীয় প্রভাবে বিভিন্ন নৈসর্গিক উপাদান একত্র করে ঘনীভবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভরের পরিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে; ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি সৌরজগৎ, সূর্য ও পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য গ্রহ। তবে ওই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডে তারা, গ্রহাণু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতির জন্ম-মৃত্যু লেগেই রয়েছে; এর কারণ 'সুপারনোভা', যা আসলে একটি বিধ্বংসী মহাকাশ ঝঞ্ঝা! গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর অন্তর অন্তর ওই মহাশূন্যে বৃহত্তর নক্ষত্রগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ উচ্চ তাপ ও চাপের প্রভাবে গগনভেদী বিস্ফোটন ঘটায়; মৃত্যু হয় একটি বিশাল নক্ষত্রের; জন্ম নেয় নতুন নতুন শিশুনক্ষত্র! ঠিক এভাবেই জন্ম নিয়েছে ফ্লেমিং-এর গুচ্ছ নীহারিকা।

সাম্প্রতিক আলোড়ন

গত ২১ নভেম্বর নাসার গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সায়েন্স ডিভিশন ফ্লেমিং-এর ত্রিভুজাকৃতি গুচ্ছ নীহারিকার একটি মনোগ্রাহী ছবি প্রকাশ করে মহাজাগতিক সৃষ্টি ও ধ্বংসের রোমাঞ্চকর কাহিনিটিকে একপ্রকার পুনরুজ্জীবিত করেছে। ওই গুচ্ছ নীহারিকার ছবিটি তুলেছেন অ্যাস্ট্রোবিন নামে একটি আন্তর্জালিক মহাকাশ-চিত্রশালার বৈজ্ঞানিক চিত্রগ্রাহক ক্রিশ্চিয়ানো গুয়ালকো। ছবিটি দেখে আমরা সকলেই হতবাক! জ্বলন্ত গ্যাসের কিছু বিশৃঙ্খল এবং জটযুক্ত ফিলামেন্ট একটি ভেইল নেবুলা বা পর্দা নীহারিকার অংশ হিসাবে সিগনাস নক্ষত্রের দিকে পৃথিবীর আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রদীপ্ত ফিলামেন্টগুলি সত্যিই প্রায় প্রান্তে দেখা যায় এমন একটি পর্দার লম্বা লহরের মতো, যা সালফারের লাল এবং অক্সিজেনের নীল রঙে আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণুর সবুজ আভাতে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। এই ত্রিভুজাকৃতি গুচ্ছের আনুমানিক দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ আলোকবর্ষের সমান এবং পৃথিবী থেকে এর আনুমানিক দূরত্ব ২৪০০ আলোকবর্ষ।

উইলিয়ামানা ফ্লেমিং

ভেইল নেবুলা

আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, নথিভুক্ত মানবসভ্যতার ইতিহাসের সূচনাকালের পূর্বে, ওই আকাশে একটি নতুন আলোর ঝলকানি দেখা গিয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে সেই আলোটি হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। সেদিন আমরা অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলাম শূন্যের পানে। বুঝিনি কিছুই, তবে আজ বুঝেছি, ওটা ছিল সুপারনোভায় সৃষ্ট নতুন তারার আলোকপ্রভা! সেদিনের সেই বিস্ফোটিত তারার বিস্তৃত নুড়ির পাতলা মেঘই আজকের ভেইল নেবুলা বা পর্দা নীহারিকা।

ভেল নেবুলা নিজেই একটি বৃহৎ সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ, একটি প্রসারিত মেঘ যা একটি বিশাল নক্ষত্রের মৃত্যু-বিস্ফোরণ থেকে জন্ম নিয়েছে। মূল সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে আলো সম্ভবত ৫০০০ বছর আগে পৃথিবীতে পৌঁছেছিল। এই নীহারিকাটি আকাশের প্রায় ৩ ডিগ্রি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত, আকারে বৃত্তাকার, সিগনাস দ্য সোয়ান তারামণ্ডলের কাছেই এর অবস্থান। সেই জন্যই এই নীহারিকাটি সিগনাস লুপ নামেও পরিচিত। মহাকাশ বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি এনজিসি ৬৯৭৯ হিসাবে তালিকাভুক্ত, ভেইল নেবুলা এখন পূর্ণ চাঁদের ব্যাসের প্রায় ৬ গুণ বিস্তৃত। সিগনাস তারামণ্ডলের নিকট গ্যাসীয় মেঘজটলায় উপস্থিত সালফারের জন্য লাল, হাইড্রোজেনের জন্য সবুজ ও অক্সিজেনের জন্য নীল রঙের উজ্জ্বল ফিলামেন্টের এই কোমল জালবিন্যাসই আসলে ভেইল নেবুলা বা পর্দা নীহারিকা। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নীহারিকাটির মূলত তিনটি অংশ, যথা— ব্যাট নেবুলা বা বাদুড় নীহারিকা, উইচস ব্রুম নেবুলা বা ডাইনির ঝাঁটা নীহারিকা এবং ফ্লেমিংস ট্রায়াঙ্গুলার উইস্প নেবুলা বা ফ্লেমিং-এর ত্রিভুজাকৃতি গুচ্ছ নীহারিকা।

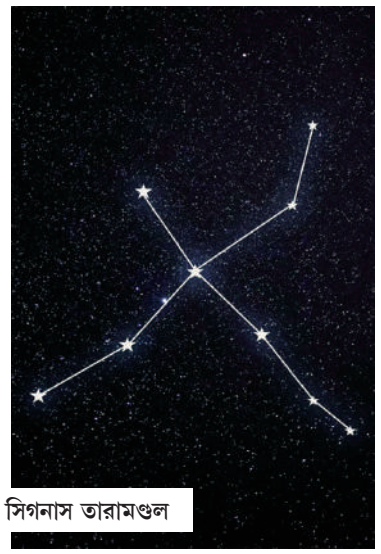

সিগনাস তারামণ্ডল

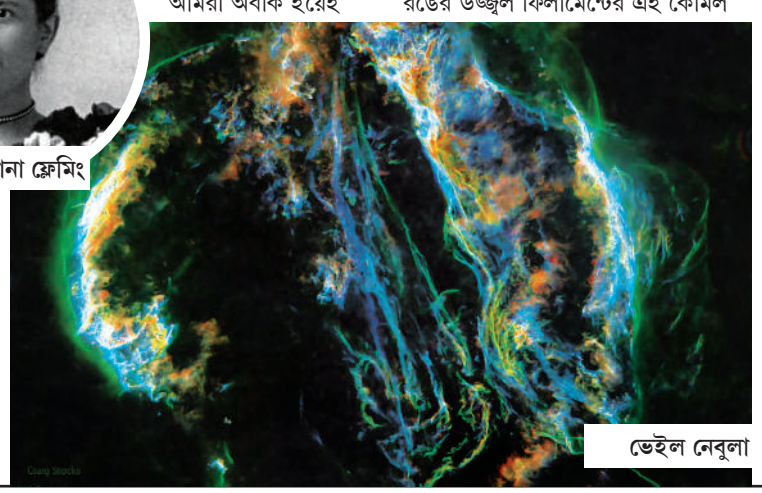

ভেইল নেবুলা

বৈজ্ঞানিক খোঁজ

ভেইল নেবুলার প্রদত্ত ছবিটিতে স্পষ্টতই দৃশ্যমান, এই নীহারিকার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, মধ্যভাগ অনেকটাই ঘোলাটে কাঠামোর এবং দক্ষিণ প্রান্ত যেন মাকড়সার জালের মতো। এই অবস্থানের ঠিক উজ্জ্বল দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকেই বলা হয় ফ্লেমিংস ট্রায়াঙ্গুলার উইস্প নেবুলা। এটি সম্ভবত এর আবিষ্কারক জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়ামানা প্যাটন স্টিভেন্স ফ্লেমিংয়ের নামানুসারে এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞানী মহলে এই নীহারিকাটি পিকারিংস ট্রায়াঙ্গল নামেও পরিচিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্গত হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরির ডিরেক্টর এডওয়ার্ড চার্লস পিকারিং-এর নামানুসারে এই নামকরণ।

উইলিয়ামিনা প্যাটন স্টিভেন্স ফ্লেমিং একজন স্কটিশ সিঙ্গেল মাদার; তিনি মহাকাশ গবেষণা বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; তাঁর কর্মনিষ্ঠা দেখে হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরির ডিরেক্টর এডওয়ার্ড চার্লস পিকারিং তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে উইলিয়ামানা ফ্লেমিংকে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল প্রতিটি নক্ষত্রের বর্ণালিগত তারতম্যের উপর ভিত্তি করে সেই সমস্ত নক্ষত্রের চিত্রগত শ্রেণিবিন্যাস করা। ফ্লেমিং তাঁর কর্মজীবনে দশ হাজারের বেশি নক্ষত্র, ৫৯টি গ্যাসীয় নীহারিকা, ৩১০টি ভ্যারিয়েবল তারা এবং আরও ১০টি নোভা বা নতুন নক্ষত্রের একটি সাধারণ শ্রেণিবিন্যাস সূচিতে নথিভুক্ত করেন। তিনি মূলত ১৮৮৮ সালে হর্সহেড নেবুলা আবিষ্কারের জন্য স্বনামধন্য।

তিনিই এই গুচ্ছ নীহারিকা আবিষ্কার করলেও প্রাথমিক ভাবে দানিশ জ্যোতির্বিদ জন লুই এমিল ড্রেয়ারের ১৮৮৮ সালে তৈরি মহাজাগতিক বস্তুর সাধারণ সূচিতে এটি 'পিকারিংস ট্রায়াঙ্গল' হিসেবেই পরিচিত ছিল। এই অবিচারের জন্য বিজ্ঞানী মহলে জোর সমালোচনা হয়। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত এই 'দ্য নিউ জেনারেল ক্যাটালগ অব নেবুলে অ্যান্ড ক্লাস্টারস অব স্টারস (এনজিসি)' বইয়ে ছায়াপথ, স্টার ক্লাস্টার ও নির্গমন নীহারিকার মতো মোট ৭৮৪০টি মহাজাগতিক বস্তুর নথিভুক্তকরণ হয়। পরবর্তীতে ১৯০৮ সালে এই সূচি আরও ৫৩৮৬টি বস্তুর সংযোজন-সহ 'ইনডেক্স ক্যাটালগস (আই সি)' নামে প্রকাশিত হলে, এই সূচিতে এই গুচ্ছ নীহারিকার নাম হয় ফ্লেমিংস ট্রায়াঙ্গুলার উইস্প নেবুলা। বর্তমানে এই গুচ্ছ নীহারিকাই নিসর্গবিদদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে; আর চড়িয়ে দিয়েছে আমাদের কৌতূহলের পারদ; মহাকাশকে নতুন করে আবিষ্কারের আশায়!

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন দীপা মালিক। বুধবার মন্দারমণিতে বর্ষসেরা অনুষ্ঠান

সামনে সিরিয়া, পাওয়ার ফুটবলই চিন্তা সুনীলদের

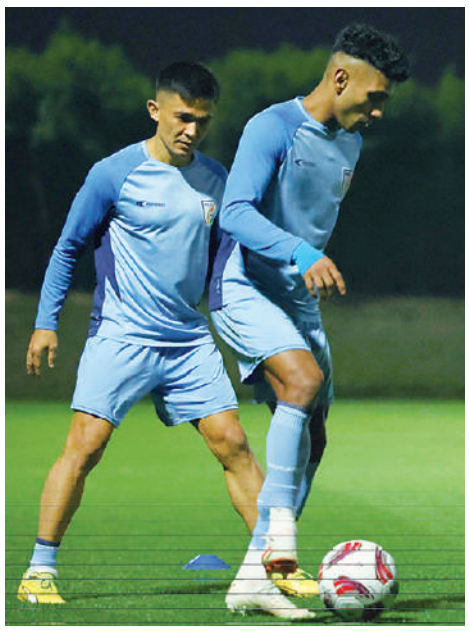

সিরিয়া ম্যাচের প্রস্তুতি সুনীলদের।

দোহা, ২২ জানুয়ারি : জিতলে পরের রাউন্ডে ওঠার আশা বেঁচে থাকবে। তবে হারলে কিংবা ড্র করলেই বিদায়। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন সুনীল ছেত্রীরা। প্রতিপক্ষ সিরিয়া। যারা ধারে ও ভারে অনেকটাই এগিয়ে।

প্রথম দু'ম্যাচে মোট পাঁচ গোল হজম করেছে ভারত। পয়েন্টের ঝুলি শূন্য। মজার ব্যাপার সিরিয়াও খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। উজবেকিস্তানের সঙ্গে ড্র করার পর, অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক গোলে হেরেছে মধ্যপ্রাচ্যের দল। ফলে মঙ্গলবারের ম্যাচটা তাদের কাছেও মরণ-বাঁচন লড়াই। ম্যাচের আগে ইগর স্টিমাচের গলায় অবশ্য লড়াই করার প্রতিশ্রুতি। সুনীলদের কোচ বলছেন, ''আমার নিজেদের খেলা খেলব। প্রথম দুটো ম্যাচ হেরেছি ঠিকই। তবে পরাজয় খেলার অঙ্গ। তবে আমাদের মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে।''

ভারত টুর্নামেন্টের প্রথম দুটো ম্যাচ খেলেছিল আহমেদ আল বিন স্টেডিয়ামে। সিরিয়া ম্যাচ সুনীলরা খেলবেন আল খোরের আল বায়েত স্টেডিয়ামে। স্টিমাচ বলছেন, ''আশা করি, নতুন স্টেডিয়াম আমাদের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে আসবে।'' একই সঙ্গে সিরিয়ার পাওয়ার ফুটবল নিয়ে সমীহের সুর স্টিমাচের গলায়, ''সিরিয়া দুটো ম্যাচেই প্রশংসনীয় ফুটবল খেলেছে। ওরা ৪-৪-২ ফর্মেশনে খেলতে অভ্যস্ত। ফুটবলারদের গড় উচ্চতা ভাল। পাওয়ার ফুটবল খেলে। তবে আমাদের মতো ওদেরও একই সমস্যা। প্রচুর সুযোগ তৈরি করেও গোল করতে না পারা।''

কোচের মতো প্রতিপক্ষের পাওয়ার ফুটবলকে সমীহ করছেন সুনীলও। ভারত অধিনায়ক বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তানের সঙ্গে শক্তির বিচারে সিরিয়া খুব একটা পিছিয়ে নেই। ওরা পাওয়ার ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত। তবে আমাদের ইতিবাচক দিক হল, আগের দুটো ম্যাচে আমরা শক্তিশালী দুটো দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। ওই দুটো ম্যাচের রেজাল্ট তো বদলাতে পারব না। তবে ভুল থেকে শিক্ষা নিতেই পারি।'' সুনীল আরও বলেছেন, ''অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধেও আমরা সুযোগ তৈরি করেছিলাম। কিন্তু গোল করতে পারিনি। সিরিয়া ম্যাচেও সুযোগ আসবে। আমাদের সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।''

কাজ শুরু হাবাসের

প্রতিবেদন : সবুজ-মেরুনে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সোমবার যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আইএসএলের দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান। সুপার কাপে দলের দায়িত্ব সামলেছেন সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। এদিনই প্রথমবার মাঠে নেমে ফুটবলারদের ট্রেনিং করালেন স্প্যানিশ কোচ। সুপার কাপে খেলা প্রায় প্রত্যেক ফুটবলারই প্র্যাকটিসে উপস্থিত ছিলেন।

অভিজ্ঞ হাবাস ভাল করেই জানেন, তাঁর সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙা করার কাজটা সোমবার থেকেই শুরু করে দিলেন। তাঁর জন্য সুখবর, জাতীয় দলের সাত ফুটবলার দু'-তিন দিনের মধ্যেই চলে আসছেন। আইএসএল শুরুর আগে অনেকটাই ফিট হয়ে উঠবেন আনোয়ার আলিও। তবে আশিক কুরুনিয়ানকে এই মরশুমে আর পাওয়া যাবে না।

এদিকে, জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে মোহনবাগান ছাড়তে পারেন অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হ্যামিল। তিনি সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার ক্লাবে যাচ্ছেন।

জয়ী আলকারেজ, হার আজারেঙ্কার

ডাবলসের শেষ আটে বোপান্নারা

জয়ের পর বোপান্না ও তাঁর সঙ্গী এবডেন। বুধবার মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই ফর্মে রোহন বোপান্না। ৪৩ বছর বয়সেও র‍্যাকেট হাতে কোর্টে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ভারতীয় টেনিস তারকা। অস্ট্রেলীয় জুটি ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন তিনি। আর এই জয়ের পর ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের দু'নম্বরে উঠে এলেন বোপান্না-এবডেন জুটি।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই বোপান্নারা সোমবার কোর্টে নেমেছিলেন ১৪তম বাছাই নেদারল্যান্ডসের ওয়েসলি কুলহফ ও ক্রোয়েশিয়ার নিকোলা মেকটিচের বিরুদ্ধে। ৭-৬(১০/৮), ৭-৬(৭/৪) সেটে জয় ছিনিয়ে নেন বোপান্নারা। তবে সরাসরি সেটে জিতলেও, রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে বোপান্না-এবডেন জুটিকে। দু'টি সেটেরই নিষ্পত্তি হয়ে টাইব্রেকারে। ম্যাচ গড়িয়েছিল ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে। পরের রাউন্ডে বোপান্নাদের প্রতিপক্ষ ষষ্ঠ বাছাই আর্জেন্টাইন জুটি ম্যাক্সিমো গঞ্জালেস ও আন্দ্রেস মোলতেনি।

এদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন দুই তারকা কার্লোস আলকারেজ ও দানিল মেদভেদেভ। দ্বিতীয় বাছাই আলকারেজ ৬-৪, ৬-৪, ৬-০ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বিয়ার মিওমির কেচমানোভিচকে। এই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ আটে জায়গা করে নিলেন তিনি। প্রথম দু'টি সেটে কেচমানোভিচ তাও কিছুটা লড়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় সেটে তাঁকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন আলকারেজ। পরের রাউন্ডে স্প্যানিশ তারকার প্রতিপক্ষ জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ। তিনি আমেরিকার ক্যামেরন নরিকে পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইয়ের পর, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৪-৬, ৭-৬ (১০/৩) ব্যবধানে হারিয়েছেন।

শেষ আটে উঠেছেন তৃতীয় বাছাই মেদভেদেভও। তবে পর্তুগালের নুনো বর্জেসকে হারাতে রীতিমতো লড়তে হয়েছে তাঁকে। চার সেটের ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ৬-৩, ৭-৬ (৭/৪), ৫-৭, ৬-১ ফলে জিতে নেন মেদভেদেভ। তবে এদিনই ছিটকে গেলেন দু'বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা। তাঁকে ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪ সেটে হারিয়ে চমক দিয়েছেন ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াসত্রেমস্কা।

বোরহার বিকল্প নিয়ে চাপে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : ডার্বি জয় অতীত। লাল-হলুদ শিবিরের যাবতীয় ফোকাস এখন জামশেদপুর ম্যাচে। তবে সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে কার্লোস কুয়াদ্রাতের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছেন বোরহা হেরেরা।

জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে জামশেদপুর ম্যাচে স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। বোরহার জায়গায় কাকে খেলাবেন, সেটাই এখন কুয়াদ্রাতের মাথাব্যথার কারণ। লাল-হলুদের মাঝমাঠের অন্যতম স্তম্ভ বোরহা। ডার্বিতে দলের শেষ দু'টি গোলের পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিকল্প বলতে কুয়াদ্রাতের হাতে রয়েছেন বিষ্ণু। তবে কুয়াদ্রাতকে ভরসা দিচ্ছে ক্লেটন সিলভার ফর্ম। লাল-হলুদের ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ডার্বিতে জোড়া গোল করে আত্মবিশ্বাসে ফুটছেন। বুধবারের ম্যাচেও গোলের জন্য ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দল। আইএসএলে হতাশ করলেও, সুপার কাপে দারুণ ছন্দে রয়েছে জামশেদপুর। নতুন কোচ খালিদ জামিল দায়িত্ব নিয়েই বদলে দিয়েছেন দলকে। দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন জামশেদপুরের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার চিমাচুকু। যিনি আবার লাল-হলুদের প্রাক্তনী। তবে যেভাবেই হোক বুধবারের ম্যাচটা জিততে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘদিন লাল-হলুদ জাঁবুতে কোনও ট্রফি আসেনি। সেই খরা মেটানোর প্রথম ধাপ জামশেদপুর ম্যাচ। কুয়াদ্রাত বলছেন, ''ট্রফি নিয়ে ভাবছি না। এখন মাথায় শুধুই জামশেদপুর ম্যাচ। এই ধাপটা আগে টপকাতে হবে। দলের খেলায় আমি খুশি। তবে কয়েকটা জায়গায় উন্নতি করতে হবে।''

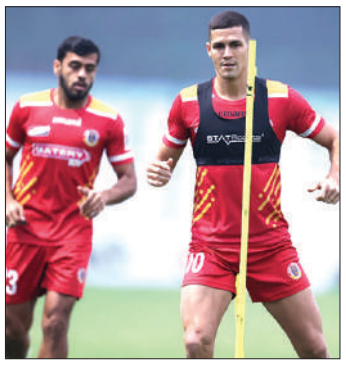

প্র্যাকটিসে সৌভিক ও ক্লেটন।

ড্র করে নকআউট কঠিন হল বাংলার

প্রতিবেদন : ভিলেন হয়ে থাকল সেই আবহাওয়া। ফলে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ড্র করে এক পয়েন্টেই থামতে হল মনোজ তিওয়ারিদের। তিন ম্যাচে এখন বাংলার পয়েন্ট পাঁচ। ম্যাচ শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বাকি চার ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পাওয়ার কথা বললেও তিনি জানেন নকআউটের পথ এখন কতটা কঠিন!

ম্যাচের সেরা অভিষেক

এরপর বাংলাকে খেলতে হবে অসম, মুম্বই, কেরল, এবং বিহারের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। তাই রঞ্জিতে ঘরের মাঠে প্রথম নেমে জয় ছাড়া কিছুই ভাবতে চায়নি বাংলা। কিন্তু মন্দ আলো বাংলার প্রত্যাশার দাম দিল কই? লক্ষ্মী বলেই দিলেন, একটানা কলকাতার এরকম আবহাওয়া তিনি কোনও দিন দেখেননি। রবিবার রঞ্জির তৃতীয় দিনে মন্দ আলোর জন্য ৮১ ওভার খেলা হয়নি। মাত্র নয় ওভার ব্যাট করে দুই উইকেট হারিয়ে ২৭ তুলেছিল ছত্তিশগড়। সোমবার ম্যাচের শেষ দিনেও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী খেলা শুরু করা যায়নি। তবুও বাংলা শিবিরের ক্ষীণ আশা ছিল, ছত্তিশগড়ের আট উইকেট দ্রুত ফেলে অন্তত তিন পয়েন্ট নেওয়া যাবে। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল চার উইকেট নিলেন বটে তবে বাংলার হাতে জেতার সময় ছিল না। ছত্তিশগড়ের আশুতোষ সিং (৮৮) ভাল ব্যাট করলেন। বাংলার প্রথম ইনিংসের (৩৮১) জবাবে চতুর্থ দিনের শেষে ছত্তিশগড়ের ইনিংস থামল ছয় উইকেটে ২১৪ রানে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অভিষেক পড়েল। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বললেন, "এখন কোনও দলই ছোট নয়। ছত্তিশগড়ের ব্যাটিং লাইনআপও ভাল। তবে কলকাতাতেও আবহাওয়া যে একটা দিনও অনুকূলে থাকবে না সেটা ভাবিনি।" উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচেও এই আবহাওয়াই ডুবিয়েছিল বাংলাকে। শুক্রবার গুয়াহাটিতে অসমের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচে নামবে বাংলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইগাকে হারিয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়েছিলেন চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নসকোভা

মাঠে ময়দানে

23 January, 2024 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৩ জানুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

বিতর্কে ম্যাক্স

■ অ্যাডিলেড : নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। রাতভর পার্টির পর অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট তারকাকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। গত সপ্তাহের ঘটনা হলেও, সোমবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। খবর অনুযায়ী অ্যাডিলেডের একটি কনসার্টে গিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। সেখানে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করেন। গভীর রাতে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে স্থানীয় রয়্যাল অ্যাডিলেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিকিৎসার পর রাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হবে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দল থেকে ম্যাক্সওয়েলের বাদ পড়ার কারণ এই ধটনা নয়।

আর্জেন্টিনার ড্র

■ কারাকাস : প্যারিস অলিম্পিকের বাছাই পর্বের শুরুটা ভাল হল না আর্জেন্টিনার। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেছে হাভিয়ের মাসচেরানোর প্রশিক্ষণাধীন অনূর্ধ্ব ২৩ দল। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর, ৬৭ মিনিটে দিয়েগো গোমেজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল প্যারাগুয়ে। ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে লুসিয়ানো গুনদোর গোলে হার বাঁচায় আর্জেন্টিনা। এই গ্রুপের অন্য একটি ম্যাচে পেরু হারিয়েছে চিলিকে। গ্রুপের অপর দল উরুগুয়ে। প্রসঙ্গত, লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের ১০টি দেশকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে বাছাই পর্ব হচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দু'টি দল উঠবে বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে। সেখানে চার দলের লড়াইয়ের পর সেরা দু'টি দল অলিম্পিকের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করবে।

হকিতে বড় জয়

■ কেপটাউন : জোড়া গোল করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। নিটফল, ফ্রান্সকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চারদেশীয় হকি টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করল ভারত। সোমবার কেপটাউনে আয়োজিত ম্যাচে ১৩ মিনিটেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। ২৬ মিনিটে ফের পেনাল্টি কর্নার থেকে ২-০ করেন তিনিই। এরপর ৪২ মিনিটে ললিত উপাধ্যায়ের গোলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। ৪৯ মিনিটে দলের চার নম্বর গোলটি করেন হার্দিক সিং। ম্যাচের বাকি সময় জয়ের ব্যবধান বাড়াতে পারেনি ভারত। বুধবার ফিরতি লেগে ফের ফ্রান্সের মুখোমুখি হবেন হরমনপ্রীতরা। টুর্নামেন্টের বাকি দু'টি দল দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডস।

আজ বোর্ডের বার্ষিক অনুষ্ঠান

বর্ষসেরা হলেন গিল, জীবনকৃতি শাস্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বুধবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। হায়দরাবাদে হতে চলা সেই অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। ২০১৯ সালের পর ফের বিসিসিআইয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আসর বসছে। অনুষ্ঠানে ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের উপস্থিত থাকার কথা। বৃহস্পতিবার থেকে হায়দরাবাদেই শুরু হচ্ছে ভারত ও ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ। তাই দু'দলের ক্রিকেটাররা এই মুহূর্তে হায়দরাবাদেই রয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে বোর্ডের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পেয়েছেন কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর, সৈয়দ কিরমানি, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত-সহ আরও অনেক প্রাক্তন তারকা। এবার এই তালিকায় যোগ হবে শাস্ত্রীর নামও। অলরাউন্ডার শাস্ত্রী ভারতের হয়ে ৮০টি টেস্ট এবং ১৫০টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত মিনি বিশ্বকাপে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন শাস্ত্রী।

ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ধারাভাষ্যকার হিসেবে দারুণ সফল হন তিনি। পরে ভারতীয় দলের হেড কোচও হন। তাঁর আমলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা দু'বার টেস্ট সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়েছিল ভারত। তবে ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পর তিনি দায়িত্ব ছাড়েন। এদিকে, ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হিসেবে পলি উমরিগড় ট্রফি পাচ্ছেন শুভমন গিল। গত বছর সব ধরনের ফরম্যাটে গিলের ব্যাট থেকে এসেছিল মোট ২১৫৪। শেষবার, ২০১৯ সালে এই পুরস্কার জিতেছিলেন জসপ্রীত বুমরা।

চার গোলে জিতে লিভারপুল শীর্ষেই

গোলের পর নুনেজের উচ্ছ্বাস।

লন্ডন, ২২ জানুয়ারি : জোড়া গোল ডারউইন নুনেজ ও দিয়েগো জোতার। বোর্নমাউথকে ৪-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ স্থান নিজেদের দখলে রেখে দিল লিভারপুল। ২১ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট পাওয়া লিভাপুলের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির (২০ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট) ব্যবধান বেড়ে হল পাঁচ পয়েন্ট।

অথচ প্রথমার্ধের একেবারেই ভাল খেলতে পারেনি জুরগেন ক্লপের দল। বরং নিজেদের মাঠে লিভারপুল রক্ষণকে অন্তত বার তিনেক কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল বোর্নমাউথ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিয়ে চার-চারটি গোল তুলে নেন ক্লপের ফুটবলাররা। ৪৯ মিনিটে জোতার পাস থেকে গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন নুনেজ। এরপর ৭০ ও ৭৯ মিনিটে জোড়া গোল জোতার। ম্যাচের ইঞ্জুরি টাইমে বোর্নমাউথের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন নুনেজ। এই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাব ফুটবলে ১০০ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ফেললেন উরুগুয়ান স্ট্রাইকার।

ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত ক্লপ বলেন, ''দুর্দান্ত জয়। আমি দলের খেলায় খুশি। প্রথমার্ধে নিজেদের স্বাভাবিক ফুটবল খেলতে পারেনি ফুটবলাররা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের সেরাটাই দিয়েছে। সবথেকে বড় কথা, শেষ তিনটে অ্যাওয়ে ম্যাচে দল কোনও গোল হজম করেনি। সবকটাই জিতেছে। এটা কোচ হিসেবে আমার বাড়তি পাওনা।''

রিয়ালের জয়, তিন পয়েন্ট বার্সেলোনারও

মাদ্রিদ, ২২ জানুয়ারি : লা লিগায় নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। জয়ের মুখ দেখেছে বার্সেলোনাও। যদিও সেভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে লিগের শীর্ষ স্থান নিজেদের দখলে রেখে দিল জিরোনা। ঘরের মাঠে আলমেইরার বিরুদ্ধে বিরতির আগেই ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-২ গোলে জয় ছিনিয়ে নেন কার্লো আনচেলোত্তির ফুটবলাররা। খেলার ৩৮ সেকেন্ডেই গোল করে আলমেইরাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লারজি রামাজানি। ৪৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এডগার গঞ্জালেস। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল। ৫৭ মিনিটেই পেনাল্টি আদায় করেন জোসেলু। গোল করতে ভুল করেননি জুড বেলিংহ্যাম। ৬৭ মিনিটে ভিনিসিয়াসের গোলে ২-২। এরপর ম্যাচের ইঞ্জুরি টাইমে (৯৯ মিনিট) দানি কারভাহালের গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে রিয়াল। লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনা ৪-২ গোলে হারিয়েছে রিয়েল বেটিসকে।

হেডের কোভিড, ব্রিসবেনে অনিশ্চিত

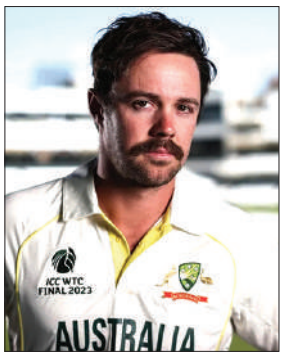

ব্রিসবেন, ২২ জানুয়ারি : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন করোনায় আক্রান্ত হলেন ট্র্যাভিস হেড। বৃহস্পতিবার থেকে ব্রিসবেনে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। যা পরিস্থিতি, তাতে বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারের এই টেস্টে খেলা কার্যত অসম্ভব। তবে অস্ট্রেলীয় শিবিরের জন্য ভাল খবর, ব্রিসবেন টেস্টে খেলার জন্য ফিট উসমান খোয়াজা।

সোমবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হেডের কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাই তিনি দলের সঙ্গে ব্রিসবেনে আসেননি। আপাতত তাঁকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। সুস্থ হয়ে উঠলে হেড দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিকে, প্রথম টেস্টে ব্যাট করার সময় মাথায় বল লেগেছিল খোয়াজার। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ব্রিসবেনেও খেলবেন।

প্রসঙ্গত, অ্যাডিলেডে আয়োজিত সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে জেতাতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন হেড। প্রথম ইনিংসে চাপের মুখে ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে গুরুত্বপূর্ণ লিড এনে দিয়েছিলেন। ম্যাচের সেরাও হয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত যদি তিনি দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে না পারেন, তাহলে বড় ধাক্কা খাবে অস্ট্রেলিয়া।

রোহিত চালিয়ে খেলেই জেতায়

টি-২০ বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : দেড় বছর পর দেশের জার্সিতে টি-২০ ফরম্যাটে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। যদিও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচে রান পাননি। প্রাক্তন ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত মনে করছেন, বাড়তি আগ্রাসন দেখাতে গিয়েই নিজের উইকেট বিপক্ষকে উপহার দিয়েছেন বিরাট।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রীকান্ত বলেন, ''টি-২০ বিশ্বকাপে বিরাট যে খেলবে, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমার পরামর্শ, স্ট্রাইক রেট নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিরাট নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং করুক। তাতেই দলের লাভ।'' তিনি আরও বলেছেন, ''প্রত্যেক ব্যাটারের নিজস্ব ঘরানা থাকে। যশস্বী জয়সওয়ালকে আপনি ধরে খেলার পরামর্শ দিতে পারেন না। তাহলে ও নিজের খেলাটাই খেলতে পারবে না। রোহিত শর্মাও শুরু থেকেই চালিয়ে খেলতে পছন্দ করে। এভাবেই ও ভারতকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছে।''

শ্রীকান্তের বক্তব্য, ''বিরাট বাড়তি ঝুঁকি না নিয়েও স্কোরবোর্ড সচল রাখতে পারে। শুরুতে ওকে ছয় মারতে হবে না। বরং শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থাকুক। পরিস্থিতি অনুযায়ী বিরাট ব্যাটে ঝড় তুলতে পারে। সেটা আমরা গত টি-২০ বিশ্বকাপে মেলবোর্নে পাকিস্তান ম্যাচেই দেখেছি। শেষ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকে আমাদের দুর্দান্ত জয় উপহার দিয়েছিল।'' তাঁর সংযোজন, ''বিরাট টি-২০ বিশ্বকাপে শিট অ্যাঙ্কারের ভূমিকা পালন করুক। একটা দিক ধরে রাখুক। যাতে বাকিরা অন্যদিকে খোলা মনে ব্যাট করতে পারে। ও ক্রিজে থাকা মানে বিপক্ষ দলও চাপে থাকবে।''

১৬
২৩ জানুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

23 January, 2024 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছেলেকে ক্রিকেটার বানাতে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্য আদর্শ সিংয়ের বাবা জমি বিক্রি করে দেন

প্রথম দুই টেস্টে বিরাট নেই

কাল শুরু সিরিজ • নেটে রোহিত • হায়দরাবাদে প্রস্তুতি দ্রাবিড়ের দলের

হায়দরাবাদ, ২২ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন বিরাট কোহলি। ব্যক্তিগত কারণে তাঁর এই সরে যাওয়া বলে বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

বুধবার হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট শুরু হবে। ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড় আগেই নিজামের শহরে পৌঁছে যাওয়ায় রবিবার ছিল অপশনাল প্র্যাকটিস। ভারতীয় দলের কয়েকজন ক্রিকেটার তাতে অংশ নিয়েছিলেন। এদিন গোটা দল রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে নামলেও তাতে ছিলেন না বিরাট।

বোর্ড সচিব এক বার্তায় জানিয়েছেন, বিরাট কোহলি ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুটি টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। বোর্ডের বার্তায় আরও বলা হয়েছে, বিরাট এটা নিয়ে অধিনায়ক রোহিত ও টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি নির্বাচকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

বিরাট বোর্ডকে বলেছেন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর কাছে বরাবর সবাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

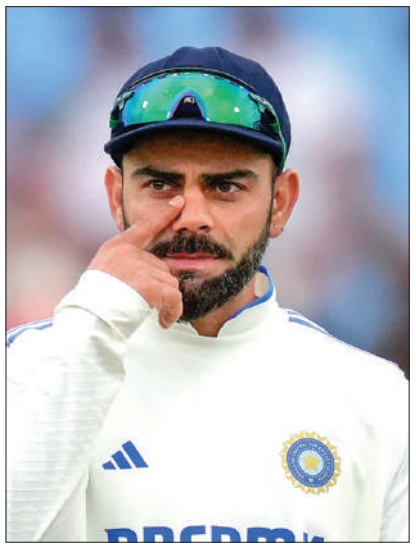

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনও পরিস্থিতি হয় যখন ব্যক্তিগত উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ে। এর আগে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের সঙ্গে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে মোহালিতেও ব্যক্তিগত কারণে খেলেননি বিরাট।

বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ফ্যান ও মিডিয়ার কাছে বিরাটের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতেই তাঁর এই সরে যাওয়া বলে অনেকে মনে করছেন। বিরাট ও অনুষ্কা শর্মার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তার নাম ভামিকা।

এদিকে, এদিনই হায়রাবাদে দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে নেমেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আগেরদিন তাঁর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নেটে ব্যাট করার ছবি ফ্র্যাঞ্চাইজি পোস্ট করেছিল। রোহিত আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রথম দুটি টি-২০ ম্যাচে শূন্য করার পর তৃতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন। বিরাট না থাকায় প্রথম দুই টেস্টে তাঁকে রান করতে হবে।

বুমরার টিপসেই ধারালো হয়েছি

ও ঠিক দাদার মতো : মুকেশ

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : তিন ফরম্যাটেই তিনি টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য। যত ম্যাচ খেলছেন, ততই নজর কাড়ছেন মুকেশ কুমার। আর এরজন্য জসপ্রীত বুমরার কাছে কৃতজ্ঞ বাংলার ডানহাতি পেসার। কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, বুমরার মূল্যবান পরামর্শ তাঁকে বোলার হিসাবে আরও পরিণত এবং ধারালো করে তুলেছে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ বলছেন, ''জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই বড় দাদার মতোই আমাকে আগলে রাখে বুমরা ভাই। ওঁর কাছ থেকে প্রচুর পরামর্শ পেয়েছি। যা আমাকে সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে। শুরুতেই বুমরা ভাই আমাকে ইয়র্কারের উপর জোর দিতে বলেছিল। নেটে ইয়র্কার নিয়ে অনেক খেটেছি। তার ফলও পেয়েছি। এ ছাড়াও ও আমাকে বোলিং নিয়ে আরও কিছু টিপস দিয়েছে। যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।''

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউন টেস্টে বল হাতে নজর কেড়েছিলেন মুকেশ। ওই টেস্টেও তিনি বুমরার পরামর্শ পেয়েছিলেন বলে জানিয়ে বলেছেন, ''দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা বেশ চাপে ছিল। ওই পরিস্থিতিতে বুমরা ভাই আমাকে বেশি ডট বল করার টিপস দিয়েছিল। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে আমি রান আটকানোর পাশাপাশি উইকেটও তুলেছিলাম।''

ফোকসই কিপার, ভিসা-জটে আটকালেন বশির

স্টোকস বল করেন কিনা অপেক্ষায় ম্যাকালাম

হায়দরাবাদ, ২২ জানুয়ারি : তাঁদের প্রস্তুতি শিবিরে বিস্তর খেটেছেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড অধিনায়কের ফিটনেস আপডেট এভাবেই পাওয়া গেল তাঁদের কোচের কাছ থেকে।

রবিবার ভারতে পৌঁছেছে ইংল্যান্ড দল। এদিন উপলের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে টেস্টের প্রস্তুতি সেরেছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালামরা। সাংবাদিকদের ইংল্যান্ড কোচ বলেছেন, স্টোকসকে দেখে গ্রেহাউন্ডের মতো লাগছিল। ওর ওয়ার্ক এথিক সবাই জনে।

ভারতে একদিনের বিশ্বকাপ ব্যার্থতার পর দেশে ফিরে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করান ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তারপর এটাই প্রথম সিরিজ যেখানে তিনি অংশ নেবেন। প্রশ্ন তবু থাকছে। স্টোকস এই সিরিজে বল করবেন কিনা। ম্যাকালাম সরাসরি এর কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বলেন, আমি ওকে অনেক দৌড়তে দেখেছি। বাকিটা পরে সিদ্ধান্ত হবে। এর জন্য এখন অপেক্ষা করতে হবে।

এই সিরিজে ইংল্যান্ড বেন ফোকসকে উইকেটের পিছনে দাঁড় করিয়ে জনি বেয়ারস্টোকে শুধু ব্যাটার হিসাবে খেলাতে পারে। ঘূর্ণী উইকেটে ফোকস ২০২১-এর সিরিজে খুব ভাল কিপিং করেছিলেন। সোমবার ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসেও ফোকসকেই উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। বেয়ারস্টো ক্যাচ নেওয়ার প্রস্তুতি সারেন। শ্রীলঙ্কার গলে ফোকসকে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করতে দেখেছিলেন প্রাক্তন কিপার বব টেলর। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে সেই তাঁকেই উইকেটকিপার হিসাবে দেখতে চান।

এদিকে, আর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে, সেখানে ইংল্যান্ডের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন পাক বংশোদ্ভূত অফস্পিনার শোয়েব বশির। ভিসা সমস্যায় এখনও ভারতে আসতে পারেননি ২০ বছরের এই তরুণ। তবে এই সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলে মনে করছে ইংল্যান্ড শিবির।

আইসিসি দলে দীপ্তি একাই

দুবাই, ২২ জানুয়ারি : আইসিসির মহিলা টি-২০ দলে ভারত থেকে সুযোগ পেলেন একা দীপ্তি শর্মা। সাম্প্রতিক সিরিজগুলিতে যিনি অসাধারণ খেলেছেন। ব্যাটে ও বলে লাগাতার সাফল্যের জন্য দীপ্তি বর্ষসেরা টি-২০ দলে সুযোগ পেয়েছেন। এই দলের অধিনায়ক শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু। তবে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার বেথ মুনিও রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এটাই যে, মেয়েদের দলের দুই মহাতারকা স্মৃতি মান্ধানা ও হরমনপ্রীত কৌর এই দলে নেই। জায়গা হয়নি জেমাইমা রডরিগেজেরও।

বর্ষসেরা টি-২০ দলের নেতা সূর্য

আইসিসির ঘোষণা

দুবাই, ২২ জানুয়ারি : অস্ত্রোপচারের পর তিনি রিহ্যাব করছেন। এই পরিস্থিতিতে সুখবর পেলেন সূর্যকুমার যাদব। আইসিসি-র বিচারে ২০২৩ সালের সেরা টি-২০ দলের অধিনায়ক হয়েছেন সূর্য। শুধু তাই নয়, সেরা একাদশে রয়েছেন আরও তিন ভারতীয় ক্রিকেটার।

গত বছরে ১৮টি টি-২০ ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি-সহ মোট ৭৩৩ রান করেছিলেন সূর্যকুমার। এই পারফরম্যান্সে সুবাদে তাঁকে বছরের সেরা টি-২০ দলের অধিনায়কের সম্মান দিয়েছে আইসিসি। এছাড়া আর যে তিন ভারতীয় বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন যশস্বী জয়সওয়াল, রবি বিষ্ণোই ও অর্শদীপ সিং। বাঁ হাতি ওপেনার যশস্বী টি-২০ ফরম্যাটে ২০২৩ সালে ১৫ ম্যাচে ৪৩০ রান করেছিলেন। বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ ২১ ম্যাচে ২৬ উইকেট নিয়েছেন। দারুণ ফর্মে ছিলেন লেগস্পিনার বিষ্ণোইও। তারই পুরস্কার তাঁরা পেলেন।

বর্ষসেরা টি-২০ দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ফিল সল্ট, নিকোলাস পুরান, মার্ক চ্যাপম্যান, সিকান্দর রাজা, আলপেশ রামজানি, মার্ক অ্যাডেয়ার, রবি বিষ্ণোই, রিচার্ড গারাভা ও অর্শদীপ সিং।

আস্থা বাজবলেই

প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলায় ইংল্যান্ড ভুগবে: কুক

লন্ডন, ২২ জানুয়ারি : প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলেই ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামছেন বেন স্টোকসরা। চিন্তায় প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালেস্টার কুক। ২০১২-১৩ মরশুমে ভারত সফরে এসে কুকের নেতৃত্বে ২-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সেবার কুকরা তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছেন।

কুক নিজের কলামে লিখেছেন, ''টেস্ট সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলাটা স্টোকসদের সমস্যায় ফেলতে পারে। আমরা যেবার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিলাম, সেবার তিনটে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ওখানকার পিচ ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলাম।'' তিনি আরও লিখেছেন, ''দু'দেশের বোর্ডের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা নিয়ে চুক্তি হওয়াটা জরুরি।'' কুক মনে করেন, ভারতের মাটিতে বাজবল খেলেই সাফল্য পেতে পারেন স্টোকসরা। কুকের বক্তব্য, ''সফল হওয়ার অস্ত্র বাজবল। পাকিস্তানে এভাবেই ওরা টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। ভারতেও ওরা এই ঘরানার ক্রিকেট খেলবে। উপমহাদেশের পিচে ব্যাট করার সময় প্রথম ৩০ বল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাতেই পিচ এবং পরিবেশ সম্পর্কে একজন ব্যাটারের পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়ে যাবে।''